www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

নামাজের পদ্ধতি

শাইখুল ইসলাম ড. তাহের আল-কাদেরী

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ نماز

রাসূলে আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের পদ্ধতি

মূল
শায়খুল ইসলাম ড. তাহের আল-কাদেরী

সম্পাদনা
আবু আহমদ জামেউল আখতার চৌধুরী

অনুবাদ
মুহাম্মদ আবদুল মজিদ

প্রকাশক
মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী
সন্‌জরী পাবলিকেশন
১৪, ইসলামী টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড), ১১/১ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০
৮১, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের পদ্ধতি
মূল : শাইখুল ইসলাম ড. তাহের আল-কাদেরী
ভাষান্তর : মুহাম্মদ আবদুল মজিদ
সম্পাদনা : আবু আহমদ জামেউল আখতার চৌধুরী

প্রকাশক : মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী
সন্‌জরী পাবলিকেশন, ৮১, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট (২য় তলা), আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম
সন্‌জরী পাবলিকেশন : ১৪, ইসলামী টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড), ১১/১ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ০৩১-২৮৫৮৫০৮, মোবাইল : ০১৬১৩-১৬০১১১, ০১৯২৫-১৩২০৩১

© সন্‌জরী পাবলিকেশনের পক্ষে নুরে মাওয়া ইফা
প্রথম প্রকাশ : ১২ আগষ্ট ২০১০, ১ রমযান ১৪৩১, ২৮ শ্রাবণ ১৪১৬

মূল্য : ৫০ [পঞ্চাশ] টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান
সন্‌জরী পাবলিকেশন : ১৪, ইসলামী টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড), ১১/১ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০
মোহাম্মদীয়া কুতুবখানা ৪২, জামে মসজিদ মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০

Rasulaer Namazer Poddati, By: Allamah Dr. Taher Al-kaderi. Translated By: M.D. Abdul majid. Edited By: Abu Ahmad Jameul Akhtar Chowdhury. Published By: Mohammad Abu Tayub Chowdhury. Price: Tk: 50/-

بسم الله الرحمن الرحيم

مَــوْلَايَ صَــلِّ وَسَــلِّمْ دَائِـمًا أَبَـدًا
عَلٰي حَـبِيْبِكَ خَـيْرِ الْخَلْقِ كُلِّـهِمِ
مُـحَمَّدٌ سَـيِّدُ الْكَـوْنَيْنِ وَالثَّـقَـلَيْنِ
وَالْفَـرِيْقَـيْنِ مِنْ عَرْبٍ وَّمِنْ عَـجَمِ

﴿ صَلَّي اللهُ تَعَالٰي عَلَيْهِ وَعَلٰي آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلَّمْ ﴾

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সূচীক্রম

পরিচ্ছেদ : ১—৮

فَصْلٌ فِى الإِمَامَةِ وَعَدْمُ الجَهْرِ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

ইমামতি করা ও উচ্চস্বরে তাসমিয়া না পড়ার বর্ণনা

পরিচ্ছেদ : ৯—১৬

فَصْلٌ فِى عَدْمِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِلاَّ فِى أَوَّلِ مَرَّةٍ

প্রথম তাকবীর ব্যতীত হাত না উঠানোর বর্ণনা

পরিচ্ছেদ : ১৭—২৯

فَصْلٌ فِى تَرْكِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ

ইমামের পিছনে কেরাত না পড়ার বর্ণনা

পরিচ্ছেদ : ৩০—৩৪

فَصْلٌ فِى عَدَمِ الجَهْرِ بِالتَّأْمِيْنِ

উচ্চস্বরে ‘আমীন’ না বলার বর্ণনা

প্রমাণপঞ্জি : ৩৫—৪১

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِى أُصَلِّ

(রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা নামায পড় যেভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখ।)

বুখারী : আস্-সহীহ, কিতাবুল আদব, باب : رحمة الناس والبهائم ৫/২২৩৮, হাদীস : ৫৬৬২

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

প্রকাশকের বক্তব্য

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ঈমান আনার পর একজন মুসলমানের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে নামায। মুসলমানেরা দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামযের মাধ্যমে আল্লাহর দরবারে হাজিরা দিয়ে থাকেন। আল্লাহর নৈকট্যশীল বান্দা-বান্দিরা পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায ছাড়াও দিবা-রাত্রি নানা প্রকার নফল নামাযে রত থাকেন। নামাযের মাধ্যমে তাঁরা আপন প্রভুর সান্নিধ্য লাভ করতে থাকেন।

প্রতিটি বিষয় সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও নিয়ম-পদ্ধতির আওতাধীন। এ ক্ষেত্রে নামাযও ব্যতিক্রম নয়। নামাযের জন্য রয়েছে নিদির্ষ্ট নীতিমালা ও নিয়ম-পদ্ধতি। তা হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পদ্ধতিতে নামায পড়েছেন, সে পদ্ধতিটি হচ্ছে আমাদের জন্য নমুনা ও আদর্শ। এ পদ্ধতির বাইরে ভিন্ন কোন পদ্ধতিতে নামায পড়লে তা নামায বলে গণ্য হবেনা।

আমরা উপমহাদেশের সিংহভাগ মুসলমান হানাফী মাযহাবের অনুসারী। ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) কোরআন-হাদীসের আলোকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের যে পদ্ধতিটি নির্বাচন করেছেন, আমরা সে পদ্ধতি অনুযায়ী নামায পড়ি। বর্তমানে লা-মাযহাবী নামধারী একটি ফিরকা দ্বীনের অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় নামাযের ক্ষেত্রেও অনভিপ্রেত বাড়াবাড়ি করে। তারা বলে, আমরা যে পদ্ধতিতে নামায পড়ি, তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদ্ধতি নয়; বরং আবু হানিফা (রহ.) এর পদ্ধতি। তাদের কথার ধরণ দেখে মনে হয় "ইমামে আযম আবু হানিফা (রহ.) যেন ইসলামের বাইরে স্বতন্ত্র একটি ধর্মের প্রবর্তক। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)সহ অন্যান্য সম্মানিত ইমামগণ (নাউযুবিল্লাহ) দ্বীনের ব্যাপারে অজ্ঞ ছিলেন। তাঁরা তাঁদের মনগড়া কথাবার্তাকে দ্বীন বলে চালিয়ে দিয়েছেন। লা-মাযহাবীদের এসব কথা চরম ধৃষ্টতাপূর্ণ। মুসলিম সমাজে তারা হিংসা-বিদ্বেষের আগুন জালিয়ে দিচ্ছে। মনে রাখতে হবে, আমরা আবু হানিফাকে নয়; বরং তাঁর প্রদত্ত কোরআন-হাদীসের ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করি। তিনি যদি কোরআন-হাদীসের বাইরে স্বীয় মনগড়া কোন কথাবার্তা বলতেন, তাহলে আমরা তা কখনো গ্রহণ করতাম না। লা-মাযহাবীরা এ সহজ বিষয়টি বুঝার পরও শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করে। তারা মিল্লাতের ঐক্যে ফাটল ধরাতে খুবই সিদ্ধহস্ত। সহজ-সরল মুসলমানরা তাদের কথায় বিভ্রান্ত হচ্ছে।

আমাদের এ কথা ভুলে গেলে চলবেনা যে, আমাদের সম্মানিত ইমামগণ মুসলিম জাতির রত্ন ভান্ডার। যে জাতি জ্ঞানী-গুণীকে সম্মান দিতে জানেনা, তাদের মধ্যে জ্ঞানী-গুণী জন্মেনা। সুতরাং এসব কুচক্রীদের কথায় কান না দিয়ে আমরা নিজেদের মাযহাব অনুযায়ী দ্বীন পালন করব। এতেই আমাদের স্বার্থকতা।

পাকিস্তানের বিখ্যাত আলেমে দ্বীন শাইখুল ইসলাম ড. তাহের আল-কাদেরীর "حضور نبی اکرم ﷺ کا طریقہ نماز" নামক পুস্তকটিতে হানাফী মাযহাবের অবলম্বিত নামাযের পদ্ধতিটিই যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের পদ্ধতি, তা সহীহ হাদিসের আলোকে প্রমাণ করেছেন। তাই লা-মাযহাবীদের কথায় বিভ্রান্ত মুসলমানদের জ্ঞানের দ্বার উম্মোচন করতে এ পুস্তকটি অনুবাদের উদ্যোগ নিয়েছি।

আশা করি পুস্তকটি লা-মাযহাবীদের বিরুদ্ধে একটি প্রমাণিক দলিল হিসেবে কাজ করবে।

অনুবাদের ক্ষেত্রে আমরা মূল আবেদন রক্ষা করার চেষ্টা করেছি। তবে এ বিষয়ে বিচারের ভার পাঠকের হাতে। ভুল-ত্রুটি অবহিত করলে আগামী সংস্করণে সংশোধনের প্রতিশ্রুতি রইল, ইনশাআল্লাহ।

সালামসহ
মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী
প্রকাশক
সন্‌জরী পাবলিকেশন

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

فَصْلٌ فِي الإِمَامَةِ وَعَدَمُ الجَهْرِ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ইমামতি করা ও উচ্চস্বরে তাসমিয়া না পড়ার বর্ণনা

١ – عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَكِبَ فَرَسًا فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ قَالَ أَنَسٌ ﷺ : فَصَلَّى لَنَا يَوْمَئِذٍ صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا ثُمَّ قَالَ : لَمَّا سَلَّمَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১. হযরত আনাস বিন মালিক আনসারী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন যে, হুযূর নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোড়ার উপর আরোহণ করলেন এবং তাঁর ডান পার্শ্ব আঘাতগ্রস্থ হয়েছিল। তাই তিনি আমাদেরকে নিয়ে এক নামায বসাবস্থায় পড়ালেন এবং আমরাও তাঁর পেছনে উপবিষ্ট হয়ে নামায পড়লাম। অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সালাম ফেরানোর পর ইরশাদ করলেন, ইমাম তো এজন্যই বানানো হয় যে, তার অনুকরণ করা হবে; যখন সে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করে তখন তোমরাও দাঁড়িয়ে আদায় কর। যখন সে রুকু করে তখন তোমরাও রুকু কর। যখন সে মাথা উত্তোলন করে তখন তোমরাও উত্তোলন কর। যখন সে সিজদা করে তখন তোমরাও সিজদা কর। এবং যখন সে "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" বলে তখন তোমরা "رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ" বল।[১]

---

[১] ১. বুখারী : আস্-সহীহ, কিতাবু সিফাতুস্ সালাত, باب: إيجاب التكبير وإفتتاح الصلاة ১/২৫৭, হাদীস : ৬৯৯, কিতাবুল জুমা, باب صلاة القاعد ১/৩৭৫, হাদীস : ১০৬৩

২. মুসলিম : আস-সহীহ, কিতাবুস সালাত, باب: ائتمام المأموم بالإمام ১/৩০৮, হাদীস : ৪১১

৩. আবু দাউদ : আস-সুনান, কিতাবুস সালাত, باب: الإمام يصلي من قعود ১/১৬৪, হাদীস : ৬০১

৪. নাসায়ী : আস্-সুনান, কিতাবুল ইমামত, باب: الإئتمام بالإمام يصلي قاعدًا ২/৯৮, হাদীস : ৮৩২

৫. ইবনে মাজাহ : আস্-সুনান, কিতাবু ইকামাতিস্ সালাতে, باب ماجاء إنما جعل الإمام ليؤتم به ১/৩৯২, হাদীস : ১২৩৮

৬. মালেক : আল-মুআত্তা, ১/১৩৫, হাদীস : ৩০৪

৭. আহমাদ বিন হাম্বল : আল মুসনাদ, ২/৪১১, হাদীস : ৯৩১৮

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

٢ – عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : خَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ فَصَلَّى لَنَا قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا مَعَهُ قُعُودًا ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ : إِنَّمَا الْإِمَامُ أَوْ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২. হযরত আনাস বিন মালিক রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন, হুযূর নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোড়া থেকে পতিত হওয়ার ফলে জখমের চিহ্ন প্রকাশ পেল। তিনি আমাদের নিয়ে বসে নামায পড়ালেন এবং আমরাও তাঁর পেছনে উপবেশিত হয়ে নামায আদায় করলাম। অতঃপর নামায শেষে তিনি আমাদের দিকে ফিরে বললেন, ইমাম নির্বাচন এজন্যই করা হয়, যেন তার অনুসরণ করা যায়। তাই যখন সে তাকবীর বলে তখন তোমারা তাকবীর বলবে। যখন রুকূ করে তোমরাও রুকূ করবে। যখন মাথা উঠাবে তোমরাও উঠাবে। যখন সে "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" বলে তোমরা "رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ" বলবে। এবং যখন সে সিজদা করে তখন তোমরাও সিজদা করবে।[২]

---

৮. শাফেয়ী : আল-মুসনাদ, ১/৫৮

৯. ইবনু হিব্বান : আস সহীহ, ৫/৪৬১, হাদীস : ২১০৩, ৫/৪৬৯, হাদীস : ২১০৮

১০. নাসায়ী : আস সুনানুল কুবরা, ১/২৯২, হাদিস : ৯০৬

১১. ইবনে আবু শায়বাহ : আল-মুসান্নাফ, ৭/২৮৬. হাদীস : ৩৬১৩৪

১২. আব্দুর রাজ্জাক : আল-মুসান্নাফ, ২/৪৬০, হাদীস : ৪০৭৮

১৩. তহাবী : শরহু মা'নিল আছার, ১/৪০৩

১৪. আবু ইয়ালা : আল-মুসনাদ, ৬/২৮৩, হাদীস : ৩৫৯৫

১৫. আবু আওয়ানা : আল-মুসনাদ, ১/৪৩৬, হাদীস : ১৬১৯

১৬. বায়হাকী : আস-সুনানুস্ সুগরা, ১/৩২০, হাদীস : ৫৪৬

১৭. বায়হাকী : আস-সুনানুল কুবরা, ২/৯৭, হাদীস : ২৪৫১

১৮. তাবারানী : মুসনাদুশ্ শামিয়ীন, ১/৬২, হাদীস : ৬৬

[২] ১. বুখারী : আস্-সহীহ, কিতাবু সিফাতুস্ সালাত, باب: إيجاب التكبير وإفتتاح الصلاة ১/২৫৭, হাদীস : ৭০০, কিতাবুল জুমা, باب صلاة القاعد ১/৩৭৫, হাদীস : ১০৬৩

২. মুসলিম : আস-সহীহ, কিতাবুস সালাত, باب: ائتمام المأموم بالإمام ১/৩০৮, হাদীস : ৪১১

৩. তিরমিযী : আস্ সুনান, কিতাবুস্ সালাত, باب ماجاء إذا الإمام قاعدًا فصلوا قعودًا ২/১৯৪, হাদীস : ৩৬১

৪. আবু দাউদ : আস-সুনান, কিতাবুস সালাত, باب : الإمام يصلي من قعود ১/১৬৪, হাদীস : ৬০১

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

٣- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : أَقِيمُوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَوَاللهِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِي وَرُبَّمَا قَالَ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي إِذَا رَكَعْتُمْ وَسَجَدْتُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩. হযরত আনাস বিন মালিক রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন, হুযুর নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, রুকু ও সিজদা পূর্ণভাবে আদায় কর। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি আমার পরেও দেখি (এবং কখনো বলতেন, আমার পৃষ্ঠের পিছনেও দেখি) যখন তোমরা রুকু ও সিজদা কর।[৩]

٤- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﷺ أَنَّهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ. قَالَ أَبُو حَازِمٍ : لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ يَنْمِي ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمَالِكٌ.

৪. হযরত সাহ্‌ল বিন সা'দ রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, লোকদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, নামাযি নামায অবস্থায় যেন স্বীয় ডান হাতকে বাম হাতের কব্জির উপর রাখে। আবূ হাযেম বলেন, আমি জ্ঞাত যে, এ উক্তিটিকে হুযুর নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্পৃক্ত করা হয়েছে।[৪]

---

৫. নাসায়ী : আস্-সুনান, কিতাবুত তাতবীক, باب:ما يقول المأموم ২/১৯৫, হাদীস : ১০৬১

৬. ইবনে মাজাহ : আস্-সুনান, কিতাবু ইকামাতিস্ সালাতে, باب ماجاء إنما جعل الإمام ليؤتم به ১/৩৯৩, হাদীস : ১২৩৮

৭. শাফেয়ী : আল-মুসনাদ, ১/৫৮

৮. আহমাদ বিন হাম্বল : আল মুসনাদ, ৩/১১০, হাদীস : ১২০৯৫

৯. ইবনু হিব্বান : আস সহীহ, ৫/৪৭৭, হাদীস : ২১১৩

[৩] ১. বুখারী : আস্-সহীহ, কিতাবু সিফাতুস্ সালাত, باب: الخشوع في الصلاة ১/২৫৯, হাদীস : ৭০৯

২. মুসলিম : আস-সহীহ, কিতাবুস সালাত, باب: الأمر بتحسين الصلاة...الخ ১/৩১৯, হাদীস : ৪২৫

৩. আহমদ বিন হাম্বল : আল মুসনাদ, ৩/১৩০, হাদীস : ১২৩৪৩

[৪] ১. বুখারী : আস্-সহীহ, কিতাবু সিফাতুস্ সালাত, باب: وضع اليمني علي اليسري... ১/২৫৯, হাদীস : ৭০৭

২. মালেক : আল-মুআত্তা, ১/১৫৯, হাদীস : ৩৭৬

৩. আবু আওয়ানা : আল-মুসনাদ, ১/৪২৯, হাদীস : ১৫৯৭

৪. তাবরানী : আল-মু'জামুল কবীর, ৬/১৪০, হাদীস : ৫৭৭২

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

٥- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﷺ قَالَ : صَلَّى مَعَ عَلِيٍّ ﷺ بِالْبَصْرَةِ فَقَالَ ذَكَّرَنَا هَذَا الرَّجُلُ صَلَاةً كُنَّا نُصَلِّيهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَفَعَ وَكُلَّمَا وَضَعَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৫. হযরত ইমরান বিন হুসাইন রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, তিনি হযরত আলী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর সাথে বসরায় নামায আদায় করেছিলেন। তখন তিনি বললেন, এ লোকটি আমাদেরকে ঐ নামাযের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, যা আমরা রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আদায় করেছিলাম। আর বললেন, তিনি যখনই উঠতেন এবং ঝুঁকতেন তাকবীর বলতেন।[৫]

٦- عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ ﷺ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬. হযরত আবূ সালমা হতে বর্ণিত যে, হযরত আবূ হুরায়রা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু তাদেরকে নামায পড়াতেন। তিনি যখনই অবনত হতেন এবং উঠতেন তাকবীর বলতেন। আর (একদিন) নামায সমাপনান্তে বললেন, আমার নামায তোমাদের মধ্যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ।[৬]

---

[৫] ১. বুখারী : আস্-সহীহ, কিতাবুল আযান, باب: إتمام التكبير في الركوع ১/২৭১, হাদীস : ৭৫১

২. বায্যার : আল-মুসনাদ, ৯/২৬, হাদীস : ৩৫৩২

৩. বায়হাকী : আস-সুনানুল কুবরা, ২/৬৮, হাদীস : ২৩২৬

[৬] ১. বুখারী : আস্-সহীহ, কিতাবু সিফাতুস্ সালাত, باب: إتمام التكبير في الركوع ১/২৭২, হাদীস : ৭৫২

২. মুসলিম : আস-সহীহ, কিতাবুস সালাত, باب: إثبات التكبير في كل خفض ورفع ১/২৯৩, হাদীস : ৩৯২

৩. নাসায়ী : আস্-সুনান, কিতাবুত তাতবীক, باب: التكبير للنهوض ২/২৩৫, হাদীস : ১১৫৫

৪. শাফেয়ী : আল-মুসনাদ, ১/৩৮

৫. আহমদ বিন হাম্বল : আল মুসনাদ, ২/২৩৬, হাদীস : ৭২১৯

৬. মালেক : আল-মুআত্তা, ১/৭৬, হাদীস : ১৬৬

৭. তহাবী : শরহু মা'নিল আছার, ১/২২১

৮. ইবনে জারূদ : আল-মুনতাকা, ১/৭৫, হাদীস : ১৯১

৯. ইবনু হিব্বান : আস সহীহ, ৫/৬২, হাদীস : ১৭৬৬

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

٧- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلَاةَ بِ ﴿ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৭. হযরত আনাস বিন মালিক রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন, নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (অপর এক বর্ণনানুযায়ী হযরত ওসমান) রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুম (স্বীয়) নামাযকে
"الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" দ্বারা আরম্ভ করতেন।[৭]

٨- عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৮. হযরত আনাস বিন মালিক রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত আবূ বকর, হযরত ওমর এবং হযরত ওসমান গণী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুমের ইমামতিতে নামায আদায় করেছি, কিন্তু আমি তাদের কাউকে "بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم" পড়তে শুনিনি।[৮]

[৭] ১. বুখারী : আস্-সহীহ, কিতাবুল আযান, باب: ما يقول بعد التكبير ১/২৫৯, হাদীস : ৭১০
২. শাফেয়ী : আস্ সুনানুল মা'ছূরা, ১/১৩৫, ১৩৮

[৮] ১. মুসলিম : আস্-সহীহ, কিতাবুস্ সালাত, باب: حجة من قال لا يجهر بالبسملة ১/২৯৯, হাদীস : ৩৯৯
২. নাসায়ী : আস্-সুনান, কিতাবুল ইফতেতাহ, باب: ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ২/৯৯, হাদীস : ৯০৭
৩. নাসায়ী : আস সুনানুল কুবরা, ১/৩১৫, হাদিস : ৯৭৯
৪. ইবনু হিব্বান : আস সহীহ, ৫/১০৩, হাদীস : ১৭৯৯
৫. ইবনে খুযাইমা : আস্ সহীহ, ১/২৪৯, ২৫০
৫. আহমাদ বিন হাম্বল : আল মুসনাদ, ৩/১৭৬, ২৭৫, ২৭৮
৬. ইবনে আবু শায়বাহ : আল-মুসান্নাফ, ১/৩৬০, হাদীস : ৪১৪৪
৭. দারে কুতনী : আস্ সুনান, ১/৩১৪, ৩১৫
৮. আবু আওয়ানা : আল-মুসনাদ, ১/৪৪৮, হাদীস : ১৬৫৬
৯. ইবনে জারুদ : আল-মুনতাকা, ১/১৪৬, ২৯৩, হাদীস : ৯২২, ১৯৮৬
১০. আবদু ইবনে হুমাইদ : আল-মুসনাদ, ১/৩৫৯, হাদীস : ১১৯১
১১. বায়হাকী : আস-সুনানুল কুবরা, ২/৫১, হাদীস : ২২৪৩
১২. তহাবী : শরহু মা'নিল আছার, ১/২৬১, হাদীস : ১১৬৬

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

٩- عَنْ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ﷺ قَالَ : سَمِعَنِي أَبِي وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ أَقُولُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَقَالَ لِي أَيْ بُنَيَّ مُحْدَثٌ إِيَّاكَ وَالْحَدَثَ قَالَ وَلَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانَ أَبْغَضَ إِلَيْهِ الْحَدَثُ فِي الْإِسْلَامِ يَعْنِي مِنْهُ قَالَ وَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَمَعَ عُمَرَ وَمَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقُولُهَا فَلَا تَقُلْهَا إِذَا أَنْتَ صَلَّيْتَ فَقُلْ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَغَيْرُهُمْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدُ وَإِسْحٰقُ لَا يَرَوْنَ أَنْ يَجْهَرَ بِ ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ قَالُوا : وَيَقُولُهَا فِي نَفْسِهِ.

৯. হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাগাফফাল রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমার পিতা আমাকে নামাযে "بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم" পাঠ করতে শুনলেন। তখন বললেন, হে বৎস! এটা বিদ'আত (নব আবিষ্কার), বিদ'আত থেকে বেঁচে থাকো। আরো বললেন, আমি সাহাবায়ে কিরাম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুমকে এর চেয়ে অধিক কোন বিদ'আতকে অপছন্দ করতে দেখিনি এবং এও বললেন যে, আমি হুযূর নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত আবূ বকর ছিদ্দিক, হযরত ওমর ও হযরত ওসমান রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুমের সাথে নামায আদায় করেছি; কিন্তু তাদের কারো নিকট "بِسْمِ اللّٰه" প্রকাশ্যে পাঠ করতে শুনিনি। অতএব তুমিও উচুঁ আওয়াজে পাঠ করো না এবং যখন নামায পড়, শুধুমাত্র "اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْن" দ্বারা (ক্বিরআত) আরম্ভ কর।[৯]

[৯] ১. তিরমিযী : আস্ সুনান, কিতাবুস্ সালাত, باب: ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ২/১২, হাদীস : ২৪৪

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইমাম তিরমিযী বলেন, আবদুল্লাহ্ বিন মুগাফফালের হাদিস হাসান এবং রাসূলে পাকের বেশীরভাগ সাহাবী যাদের মধ্যে হযরত আবূ বকর, হযরত ওমর, হযরত ওসমান, হযরত আলী ও অন্যান্য সাহাবয়ে কিরাম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুম এবং তাবি'ঈগণও অন্তর্ভূক্ত। তারা এর উপর আমল করতেন। সুফিয়ান সাওরী, ইবনে মুবারক, আহমদ ও ইসহাক " بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ" উচ্চস্বরে পড়া বৈধ মনে করতেন না এবং বলতেন, তা নিম্নস্বরে পড়া উচিত।

١٠ – عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ﷺ قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَخَلْفَ أَبِي بَكْرٍ وَخَلْفَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ قَرَأَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ. رَوَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَالنَّسَائِيُّ

১০. হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মুগাফফাল রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে এবং হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুমার পেছনে নামায আদায় করেছি। কিন্তু কাউকেও (উচ্চস্বরে) "بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ" পাঠ করতে শুনিনি।[১০]

١١ – عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَخَلْفَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَكَانُوا لَا يَجْهَرُونَ بِ ﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ﴾. رَوَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَ أَحْمَدُ

১১. হযরত আনাস রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন, আমি আল্লাহর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর, ওমর ও ওসমান

২. ইবনে কুদামাহ : আল-মুগনী, ১/২৮৪

[১০] ১. খওয়ারযমী : জামেউল আসানীদ, ১/৩১৮, ৩২৩

২. নাসায়ী : আস্-সুনান, কিতাবুল ইফতেতাহ, باب: ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم ২/৯৯, হাদীস : ৯০৮

৩. নাসায়ী, আস সুনানুল কুবরা, ১/৩১৫, হাদিস : ৯৮০

৪. আহমাদ বিন হাম্বল : আল মুসনাদ, ৫/৫৪, ৫৫

৫. তহাবী : শরহু মা'নিল আছার, ১/২৬০, ২৬১, হাদীস : ১১৬১

৬. বায়হাকী : আস-সুনানুল কুবরা, ২/৫২, হাদীস : ২২৪৮

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুমের পশ্চাতে নামায আদায় করেছি। আর তাঁদের মধ্যে কেউ "بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ" উচ্চস্বরে পড়তেন না।[১১]

١٢ – عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، أَنَّ عَلِيًّا وَعَمَّارًا : «كَانَا لَا يَجْهَرَانِ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ». رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ

১২. হযরত আবু ওয়ায়েল রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী ও হযরত আম্মার রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুমা (নামাযে) " بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ" পাঠ করতে স্বর উচুঁ করতেন না।[১২]

١٣ – قَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ : جَهْرُ الإِمَامِ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ بِدْعَةٌ . رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ

১৩. হযরত ইব্‌রাহীম নাখয়ী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, ইমামের উচুঁ আওয়াজে "بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ" পাঠ করা বিদ'আত।[১৩]

[১১] ১. খওয়ারযমী : জামেউল আসানীদ, ৩/১৭৯, ২৭৫

২. ইবনু হিব্বান : আস সহীহ, ৫/১০৫, হাদীস : ১৮০২

৩. ইবনে জারূদ : আল-মুনতাকা, ১/১৪৬, হাদীস : ৯২৩

৪. বায়হাকী : আস-সুনানুল কুবরা, ২/৫২, হাদীস : ২২৪৯

৫. তহাবী : শরহু মা'নিল আছার, ১/২৬২, হাদীস : ১১৬৭

[১২] ইবনে আবু শায়বাহ : আল-মুসান্নাফ, ১/৩৬১, হাদীস : ৪১৪৯

[১৩] ইবনে আবু শায়বাহ : আল-মুসান্নাফ, ১/৩৬০, হাদীস : ৪১৩৮

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

فَصْلٌ فِى عَدَمِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِلاَّ فِى أَوَّلِ مَرَّةٍ

প্রথম তাকবীর ব্যতীত হাত না উঠানোর বর্ণনা

١٤ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﷺ قَالَ صَلَّى مَعَ عَلِيٍّ ﷺ بِالْبَصْرَةِ فَقَالَ ذَكَّرَنَا هَذَا الرَّجُلُ صَلَاةً كُنَّا نُصَلِّيهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَفَعَ وَكُلَّمَا وَضَعَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১৪. হযরত ইমরান বিন হুসাইন রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, তিনি হযরত আলী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর সাথে বসরায় নামায আদায় করলেন। তখন তিনি আমাদেরকে ঐ নামাযের কথা মনে করিয়ে দিলেন, যা আমরা রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে আদায় করেছিলাম। তিনি বললেন, তিনি (প্রিয় রাসূল)সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই উঠতেন ও ঝুঁকতেন তাকবীর উচ্চারণ করতেন।[১৪]

١٥ - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ ﷺ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৫. হযরত আবূ সালমা হতে বর্ণিত যে, হযরত আবূ হুরায়রা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু তাদেরকে নিয়ে নামায পড়াতে ছিলেন। আর তিনি ঝুঁকতে ও উঠতে তাকবীর বললেন। যখন তিনি নামায থেকে পৃথক হলেন তখন বললেন, তোমাদের মধ্যে আমার নামায রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ।[১৫]

[১৪] ১. বুখারী : আস্-সহীহ, কিতাবু সিফাতুস্ সালাত, باب: إتمام التكبير في الركوع ১/২৭১, হাদীস : ৭৫১
২. বায়হাকী : আস-সুনানুল কুবরা, ২/৭৮, হাদীস : ২৩২৬
৩. বায্যার : আল-মুসনাদ, ৯/২৬, হাদীস : ৩৫৩২

[১৫] ১. বুখারী : আস্-সহীহ, কিতাবু সিফাতুস্ সালাত, باب: إتمام التكبير في الركوع ১/২৭২, হাদীস : ৭৫২
২. মুসলিম : আস-সহীহ, কিতাবুস সালাত, باب: إثبات التكبير في كل خفض ورفع ১/২৯৩, হাদীস : ৩৯২
৩. নাসায়ী : আস্-সুনান, কিতাবুত তাতবীক, باب: التكبير للنهوض ২/২৩৫, হাদীস : ১১৫৫
৪. আহমদ বিন হাম্বল : আল মুসনাদ, ২/২৩৬, হাদীস : ৭২১৯
৫. মালেক : আল-মুআত্তা, ১/৭৬, হাদীস : ১৬৬
৬. তহাবী : শরহু মা'নিল আছার, ১/২২১

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

١٦ - عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ أَخَذَ بِيَدِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَقَالَ قَدْ ذَكَّرَنِي هَذَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ ﷺ أَوْ قَالَ لَقَدْ صَلَّى بِنَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ ﷺ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৬. হযরত মুতরাফ বিন আবদুল্লাহ্ বর্ণনা করেন, আমি ও হযরত ইমরান বিন হুসাইন হযরত আলী বিন আবি ত্বালিব রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর পেছনে নামায পড়লাম। যখন তিনি সিজদা করলেন, তখন তাকবীর বললেন। যখন মাথা উত্তোলন করলেন, তাকবীর বললেন। এবং যখন দ্বিতীয় রাকাত থেকে উঠে দাড়ালেন, তখন তাকবীর বললেন। যখন নামায পরিপূর্ণ হয়ে গেল, তখন হযরত ইমরান বিন হোসাইন আমার হাত ধরে বললেন, তিনি আমাকে মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায স্মরণ করিয়ে দিলেন কিংবা বললেন, তিনি আমাদের নিয়ে মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুরূপ নামায পড়ালেন।[১৬]

١٧ - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ﷺ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ عَنِ اللَّيْثِ وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَفْعَلُ

[১৬] ১. বুখারী : আস্-সহীহ, কিতাবু সিফাতুস্ সালাত, باب: إتمام التكبير في السجود ১/২৭২, হাদীস : ৭৫৩
২. মুসলিম : আস-সহীহ, কিতাবুস সালাত, باب: إثبات التكبير في كل خفض ورفع ১/২৯৫, হাদীস : ৩৯৩
৩. আহমদ বিন হাম্বল : আল মুসনাদ, ৪/৪৪৪

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৭. হযরত আবূ বকর বিন আবদুর রহমান হযরত আবূ হুরায়রা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুকে বলতে শুনলেন যে, আল্লাহর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হতেন, তখন খাড়া হওয়ার সময় তাকবীর বলনেন। এরপর রুকূ করার সময় তাকবীর বলতেন। অত:পর " سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" বলতেন, যখন তিনি রুকূ থেকে স্বীয় পৃষ্ঠ মোবারক সোজা করতেন। এরপর সরলভাবে দাঁড়িয়ে " رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ" বলতেন, অত:পর ঝুঁকার সময় তাকবীর বলতেন। মাথা উঠাতে তাকবীর বলতেন। এবং সিজদা করতে তাকবীর বলতেন। অত:পর সিজদা হতে মাথা উত্তোলনের সময় তাকবীর বলতেন। আর সকল নামাযেই এরূপ করতেন। এমনকি তা পরিপূর্ণ হয়ে যেত এবং দ্বিতীয় রাকাতের পর উপবেশন থেকে উঠার সময় তাকবীর বলতেন।[১৭]

١٨ - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ﷺ كَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ وَغَيْرِهَا فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ فَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ يَقُولُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ ثُمَّ يَقُولُ اللهُ أَكْبَرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الْجُلُوسِ فِي الِاثْنَتَيْنِ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الصَّلَاةِ ثُمَّ يَقُولُ حِينَ يَنْصَرِفُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَقْرَبُكُمْ شَبَهًا بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ لَصَلَاتَهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

[১৭] ১. বুখারী : আস্-সহীহ, কিতাবু সিফাতুস্ সালাত, باب: التكبير إذا قام من السجود ১/২৭২, হাদীস : ৭৫৬
২. মুসলিম : আস-সহীহ, কিতাবুস সালাত, باب: إثبات التكبير في كل خفض ورفع ১/২৯৩, হাদীস : ৩৯২

১৮. আবূ সালামা বিন আবদুর রহমান হতে বর্ণিত যে, হযরত আবূ হুরায়রা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু প্রত্যেক নামাযে তাকবীর বলতেন চাই তা ফরয হোক কিংবা অন্য নামায। যখন তিনি দন্ডায়মান হতেন, তখন তাকবীর বলতেন। রুকূ করার সময় তাকবীর বলতেন। এরপর "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" বলতেন। অত:পর সিজদার পূর্বে "رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ" বলতেন। অত:পর সিজদার জন্য অবনত হতে "اللهُ أَكْبَرُ" বলতেন। সিজদা থেকে মাথা তোলার সময় তাকবীর বলতেন। অত:পর (দ্বিতীয়) সিজদা করতে তাকবীর বলতেন। অত:পর যখন সিজদা হতে মাথা উত্তোলন করতেন, তখন তাকবীর বলতেন। যখন দ্বিতীয় রাকাতের বৈঠক থেকে উঠতেন তাকবীর বলতেন। আর প্রত্যেক রাকাতেই এরূপ করতেন। এক পর্যায়ে নামায হতে পৃথক হয়ে যেতেন। অত:পর অবসর হয়ে বলতেন, শপথ ঐ সত্তার, যার কুদরতী নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ! তোমাদের সবার মধ্যে আমার নামায আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের সাথে অধিক মিলপূর্ণ। হুযূর নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাতের পূর্ব পর্যন্ত এ পদ্ধতিতে নামায আদায় করেছেন।[১৮]

١٩ - عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ ﷺ قَالَ لِأَصْحَابِهِ أَلَا أُنَبِّئُكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ وَذَاكَ فِي غَيْرِ حِينِ صَلَاةٍ فَقَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَكَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ هُنَيَّةً ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ هُنَيَّةً فَصَلَّى صَلَاةَ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ شَيْخِنَا هَذَا قَالَ أَيُّوبُ كَانَ يَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ أَرَهُمْ يَفْعَلُونَهُ كَانَ يَقْعُدُ فِي الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ قَالَ فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَى أَهْلِيكُمْ صَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا صَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

[১৮] ১. বুখারী : আস্-সহীহ, কিতাবু সিফাতুস্ সালাত, باب: يهوى بالتكبير حين يسجد ১/২৭৬, হাদীস : ৭৭০
২. আবু দাউদ : আস্ সুনান, কিতাবুস্ সালাত, باب: تمام التكبير ১/২২১, হাদীস : ৮৩৬

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

১৯. হযরত আবূ ক্বিলাবাহ হতে বর্ণিত যে, হযরত মালিক বিন হুয়াইরিস তার সাথীদেরকে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে আল্লাহর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের পদ্ধতি বলবো না? এবং তা নামাযের নির্ধারিত সময় ব্যতীত অন্য প্রসঙ্গের কথা। অতএব তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। অত:পর রুকূ করলেন এবং তাকবীর বললেন। অত:পর মাথা উঠিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়ালেন। এরপর সিজদা করলেন। অত:পর কিছুক্ষণ মাথা উত্তোলন করে রেখে পুন:রায় সিজদা করলেন। অত:পর সামান্য সময় মাথা উঠিয়ে রাখলেন। তিনি আমাদের বুযুর্গ (প্রবীন) হযরত আমর বিন সালমার মতো নামায পড়ালেন। আইয়ূবের বর্ণনা, তিনি একটি কাজ এমন করলেন যা আমরা কাউকে করতে দেখিনি। তিনি দ্বিতীয় এবং চতুর্থ রাকা'আতে বসেছিলেন। আর বললেন, আমরা রাসূলে পাকের দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট অবস্থান করেছিলাম। অত:পর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, যখন তোমরা স্বীয় পরিবারবর্গের নিকট পৌঁছে যাবে, তখন অমুক নামায অমুক সময়ে পড়বে। যখন নামাযের সময় হয়ে যাবে, তখন তোমাদের কোন একজন আযান দিবে এবং যিনি বড় তিনি তোমাদের ইমামতি করবেন।[১৯]

٢٠- عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ ﷺ أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا مَرَّةً.

رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَ النَّسَائِيُّ وَزَادَ : وَلَمْ يُعِدْ

وَقَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

২০. হযরত আলক্বমা বর্ণনা করেন যে, হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমি কি তোমাদেরকে নিয়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায পড়াব না? বর্ণনাকারী বলেন, অত:পর তিনি নামায পড়ালেন এবং একবার ব্যতীত স্বীয় হাত উত্তোলন করলেন না। ইমাম নাসায়ীর বর্ণনায় রয়েছে, অত:পর তিনি হাত উত্তোলন করলেন না।[২০]

[১৯] বুখারী : আস্-সহীহ, কিতাবু সিফাতুস্ সালাত, باب: المكث بين السجدتين...الخ ১/২৯৭, হাদীস : ২৫৭

[২০] ১. আবু দাউদ : আস-সুনান, কিতাবুত তাতবীক, باب: من لم يذكر الرفع عند الركوع ১/২৮৬, হাদীস : ৭৪৮

২. তিরমিযী : আস্ সুনান, কিতাবুস্ সালাত, باب رفع اليدين عند الركوع ২/১৯৪, হাদীস : ৩৬১

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

٢١- حَدَّثَنَا الْحسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ وَخَالِدُ بْنُ عَمْرٍو وَأَبُو حُذَيْفَةَ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا قَالَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَرَّةً وَاحِدَةً. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

২১. হাসান বিন আলী, মু'আবিয়া, খালেদ বিন আমর ও আবু হুযায়ফা বর্ণনা করেন যে, সুফিয়ান স্বীয় সনদে আমাদেরকে এ হাদিস বর্ণনা করেছেন যে, (হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু) প্রথমবার হাত উঠালেন এবং তাদের কেউ কেউ বলেন, একবারই হাত উত্তোলন করলেন।[২১]

٢٢- عَنْ الْبَرَاءِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ أُذُنَيْهِ ثُمَّ لَا يَعُودُ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

২২. হযরত বারা বিন 'আযিব রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন, হুযূর নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায আরম্ভ করতেন, তখন উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠাতেন। এরপর পুনরায় এরূপ করতেন না।[২২]

٢٣- عَنِ الأَسْوَدِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ كَانَ يِرْفَعُ يَدَيْهِ فِى أَوَّلِ التَّكْبِيْرِ ثُمَّ لَا يَعُوْدُ إِلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَيَأْثُرُ ذَلِكَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ . رَوَاهُ أَبُوْ حَنِيْفَةَ

২৩. হযরত আসওয়াদ রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন যে, হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাস'উদ রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু শুধুমাত্র প্রথম তাকবীরের সময় হাত উত্তোলন করতেন। অত:পর নামাযের কোন স্থানে হাত উঠাতেন

৩. নাসায়ী : আস্-সুনান, কিতাবুল ইফতেতাহ, باب : ترك ذلك ২/১৩১, হাদীস : ১০২৬

৪. আহমদ বিন হাম্বল : আল মুসনাদ, ৩/৩৮৮, ৪৪১

৫. ইবনে আবু শায়বাহ : আল-মুসান্নাফ, ১/২১৩, হাদীস : ২৪৪১

[২১] আবু দাউদ : আস-সুনান, কিতাবুত তাতবীক, باب: من لم يذكر الرفع عند الركوع ১/২৮৬, হাদীস : ৭৪৯

[২২] ১. আবু দাউদ : আস-সুনান, কিতাবুত তাতবীক, باب: من لم يذكر الرفع عند الركوع ১/২৮৭, হাদীস : ৭৫০

২. আব্দুর রাজ্জাক : আল-মুসান্নাফ, ২/৭০, হাদীস : ২৫৩০

৩. ইবনে আবু শায়বাহ : আল-মুসান্নাফ, ১/২১৩, হাদীস : ২৪৪০

৪. দারে কুতনী : আস্ সুনান, ১/২৯৩

৫. তহাবী : শরহু মা'নিল আছার, ১/২৫৩, হাদীস : ১১৩১

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

না। আর এ আমলটি হুযূর নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুকরণে করতেন।[২৩]

٢٤- عَنْ عَبْدِ اللهِ ؓ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَمَعَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَلَمْ يَرْفَعُوا أَيْدِيَهُمْ إِلاَّ عِنْدَ إِفْتِتَاحِ الصَّلاَةِ. رَوَاهُ الدَّارُ قُطْنِيُّ

২৪. হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ বর্ণনা করেন, আমি হুযূর নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর ও ওমর রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুমার সঙ্গে নামায আদায় করেছি। আর তাঁরা সবাই শুধুমাত্র নামাযের প্রারম্ভেই তাঁদের হাত উত্তোলন করতেন।[২৪]

٢٥- عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : «رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيْ بِهِمَا» وَقَالَ بَعْضُهُمْ : حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ لاَ يَرْفَعُهُمَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : وَلاَ يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ. رَوَاهُ أَبُوْ عَوَانَةَ

২৫. হযরত সালেম তাঁর পিতা (হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুমা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি যে. তিনি নামায আরম্ভ করার সময় হাতদ্বয় কাঁধ পর্যন্ত উত্তোলন করতেন (কেউ কেউ বলেন, স্কন্ধদ্বয় স্পর্শ করতেন)। যখন তিনি রুকূ করার ইচ্ছা করতেন এবং রুকূ থেকে মাথা উত্তোলন করতেন, তখন হাত উঠাতেন না। কারো মতে, উভয় সিজদার মধ্যখানে (হাত) উঠাতেন না।[২৫]

٢٦ - عَنِ الأَسْوَدِ ؓ قَالَ : «رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ ، ثُمَّ لاَ يَعُوْدُ». رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ

[২৩] খওয়ারযমী : জামেউল মাসানীদ, ১/৩৫৫

[২৪] ১. দারে কুতনী : আস্ সুনান, ১/২৯৫
২. আবু ইয়ালা : আল-মুসনাদ, ৮/৪৫৩, হাদীস : ৫০৩৯
৩. বায়হাকী : আস-সুনানুল কুবরা, ২/৭৯
৪. হাইছমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ২/১০১

[২৫] আবু আওয়ানা : আল-মুসনাদ, ১/৪২৩, হাদীস : ১৫৭২

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

২৬. হযরত আসওয়াদ বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত ওমর বিন খাত্তাব রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুকে নামায আদায় করতে দেখেছি। তিনি তাকবীরে তাহরীমার সময় উভয় হাত উঠাতেন। আর (অবশিষ্ট নামযে) হাত উঠাতেন না।[২৬]

٢٧- عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَلِيًّا ؓ : «كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ ثُمَّ لاَ يَعُوْدُ». رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ

২৭. আসেম বিন কুলাইব স্বীয় পিতা কুলাইব হতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু নামাযের প্রারম্ভে প্রথম তাকবীরেই হাত উত্তোলন করতেন। অত:পর নামাযের মধ্যে হাত উপরে তুলতেন না।[২৭]

[২৬] তহাবী : শরহু মা'নিল আছার, ১/২৯৪, হাদীস : ১৩২৯

[২৭] ইবনে আবু শায়বাহ : আল-মুসান্নাফ, ১/২১৩, হাদীস : ২৪৪৪

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

فَصْلٌ فِي تَرْكِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ

ইমামের পিছনে কেরাত না পড়ার বর্ণনা

২৮– عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ : مَنْ صَلَّى خَلْفَ الْإِمَامِ فَإِنَّ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ. رَوَاهُ أَبُوْ حَنِيْفَةَ

২৮. হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ্ রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুমা হতে বর্ণিত যে, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে নামায আদায় করে, তখন ইমামের কেরাত পড়াই তার পড়ারূপে ধর্তব্য হবে।[২৮]

২৯– عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ : صَلَّي رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بِالنَّاسِ، فَقَرَأَ رَجُلٌ خَلْفَهُ، فَلَمَّا قَضَي الصَّلَاةَ، قَالَ : أَيُّكُمْ قَرَأَ خَلْفِي؟ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ، فَقَالَ رَجُلٌ : أَنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ! فَقَالَ صَلَّى اللهُ ﷺ: مَنْ صَلَّي خَلْفَ الْإِمَامِ فَإِنَّ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ. رَوَاهُ أَبُوْ حَنِيْفَةَ

২৯. হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ্ রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুমা বর্ণনা করেন যে, হুযুর নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের নিয়ে নামায পড়ালেন, তখন এক ব্যক্তি তাঁর পিছনে কোরআন পড়ল। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নামায শেষে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে কে আমার পশ্চাতে কেরাত পড়েছিল? (লোকেরা রাসূলে পাকের অসন্তুষ্টির ভয়ে নিশ্চুপ রইলেন। এমনকি) তিনি তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন। পরিশেষে একব্যক্তি আবেদন করল, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি। তিনি ইরশাদ করলেন, যে ইমামের পিছনে নামায পড়বে, তার জন্য ইমামের কেরাতই যথেষ্ট।[২৯]

---

[২৮] ১. খওয়ারযমী : জামেউল আসানীদ, ১/৩৩১
২. ইমাম মুহাম্মদ : আল-মুআত্তা, باب القراءة فى الصلاة خلف الإمام ১/৯৬
৩. ইবদু ইবনে হুমাইদ : আল-মুসনাদ, ১/৩২০, হাদীস : ১০৫০
৪. তাবারানী : আল-মু'জামুল আওসাত, ৮/৪৩, হাদীস : ৭৯০৩
৫. বায়হাকী : আস-সুনানুল কুবরা, ২/১৬০

[২৯] হাসকফী : মুসনদুল ইমামুল আযম, পৃ. ৬১

৩০– عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩০. হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন, হুযুর নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ইমাম এজন্য বানানো হয় যে, যেন তার অনুসরণ করা যায়। অতএব যখন সে তাকবীর বলবে, তখন তোমরাও তাকবীর বলবে। যখন রুকূ করবে, তোমরাও রুকূ করবে। যখন " سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" বলবে, তোমরা " رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ" বলবে। যখন সিজদা করবে তোমরাও সিজদা করবে। এবং যখন সে বসে নামায পড়াবে তখন তোমরা সকলেই বসে নামায আদায় করবে।[৩০]

৩১– عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ﷺ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ الْإِمَامِ فَقَالَ لَا قِرَاءَةَ مَعَ الْإِمَامِ فِي شَيْءٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩১. হযরত আতা বিন ইয়াসার রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরত যায়িদ বিন সাবিতের নিকট ইমামের সাথে কেরাত পড়া প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন হযরত যায়িদ বিন সাবিত রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু উত্তর দিলেন, ইমামের সাথে কোন প্রকার কেরাত নেই।[৩১]

---

[৩০] ১. বুখারী : আস্-সহীহ, কিতাবু সিফাতুস্ সালাত, باب: إيجاب التكبير وإفتتاح الصلاة ১/২৫৭, হাদীস : ৭০১
২. মুসলিম : আস্-সহীহ, কিতাবুস সালাত, باب: ائتمام المأموم بالإمام ১/৩০৯, হাদীস : ৪১৪
৩. আবু দাউদ : আস-সুনান, কিতাবুস সালাত, باب : الإمام يصلي من قعود ১/১৬৪, হাদীস : ৬০২
৪. ইবনে মাজাহ : আস্-সুনান, কিতাবু ইকামাতিস্ সালাতে, باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا ১/২৭৬, হাদীস : ৮৪৬
৫. আহমাদ বিন হাম্বল : আল মুসনাদ, ২/৩৪১, হাদীস : ৮৪৮৩
৬. দারমী : আস্-সুনান, ১/৩৪৩, হাদীস : ১৩১১

[৩১] ১. মুসলিম : আস্-সহীহ, কিতাবুল মাসাজীদ, باب : سجود التلاوة ১/৪০৬, হাদীস : ৫৭৭
২. নাসায়ী : আস্-সুনান, কিতাবুল ইফতেতাহ, باب : ترك السجود فى النجم ২/১৬০, হাদীস : ৯৬০
৩. নাসায়ী : আস্ সুনানুল কুবরা, ১/৩৩১, হাদিস : ১০৩২
৪. আবু আওয়ানা : আল-মুসনাদ, ১/৫২২, হাদীস : ১৯৫১
৫. বায়হাকী : আস-সুনানুল কুবরা, ২/১৬৩, হাদীস : ২৭৩৮

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

٣٢- عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيِّ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ﷺ صَلَاةً فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أُقِرَّتِ الصَّلَاةُ بِالْبِرِّ وَالزَّكَاةِ قَالَ فَلَمَّا قَضَى أَبُو مُوسَى الصَّلَاةَ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ فَقَالَ أَيُّكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ ثُمَّ قَالَ أَيُّكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا فَأَرَمَّ الْقَوْمُ فَقَالَ لَعَلَّكَ يَا حِطَّانُ قُلْتَهَا قَالَ مَا قُلْتُهَا وَلَقَدْ رَهِبْتُ أَنْ تَبْكَعَنِي بِهَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَنَا قُلْتُهَا وَلَمْ أُرِدْ بِهَا إِلَّا الْخَيْرَ فَقَالَ أَبُو مُوسَى أَمَا تَعْلَمُونَ كَيْفَ تَقُولُونَ فِي صَلَاتِكُمْ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَطَبَنَا فَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا فَقَالَ إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذْ قَالَ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فَقُولُوا آمِينَ يُجِبْكُمُ اللهُ فَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَتِلْكَ بِتِلْكَ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ يَسْمَعُ اللهُ لَكُمْ فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَإِذَا كَبَّرَ وَسَجَدَ فَكَبِّرُوا وَاسْجُدُوا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَتِلْكَ بِتِلْكَ وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمْ التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ للهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩২. হযরত খিত্তান বিন আবদুল্লাহ্ রাক্বাশী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন যে, একবার আমি হযরত আবূ মূসা আশ'আরী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর সাথে নামায পড়তেছিলাম। যখন তিনি (আবু মুসা) শেষ বৈঠকের নিকটবর্তী হলেন তখন এক ব্যক্তি বলল, এই নামায সৎ ও পবিত্রতার সাথে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আদায় করা হয়েছে। যখন আবূ মুসা নামায ও সালাম সম্পন্ন করলেন, তখন তাদের দিকে ফিরে তাকালেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে কে এ কথা বলেছ? সবাই নীরব রইলেন। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কে এ শব্দ উচ্চারণ করেছ? সবাই চুপ রইল (যে তিনি আমাদের বদলা নিবেন কিংবা অসন্তুষ্ট হবেন এভয়ে)। তখন আবূ মুসা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু আমাকে বললেন, হে খিত্তান! সম্ভবত এ শব্দ তুমি উচ্চারণ করেছ? আমি বললাম, আমি বলিনি, আমারতো আপনার ভয় ছিল। অত:পর লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তি বলল, আমি এ শব্দ বলেছিলাম এবং তাতে আমার কল্যাণ বৈ অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। হযরত আবূ মূসা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, তুমি কি জাননা নামাযে কিভাবে বলা উচিত? আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দিয়েছেন এবং আমাদেরকে নামাযের পরিপূর্ণ পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়েছেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ ফরমান, যখন তোমরা নামায আদায় কর, তখন কাউকে ইমাম নির্বাচন কর। যখন ইমাম তাকবীর বলে, তখন তোমরাও তাকবীর বল। যখন সে "غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ" বলে তখন তোমরা "آمِيْنَ" বল। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের এ দো'আ কবুল করবেন। অত:পর যখন সে তাকবীর বলে রুকূ করে তোমরাও তাকবীর বলে রুকূ কর। ইমাম তোমাদের পূর্বে রুকূ করবে এবং তোমাদের পূর্বে মাথা উত্তোলন করবে। এভাবে তোমাদের আমল (কার্য) তার বিপরীতে পর পর হয়ে যাবে এবং যখন ইমাম "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" বলে তখন তোমরা "اَللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ" বল। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের বাক্যবলী শুনেন এবং তোমাদের নবীর মুখে আল্লাহ তা'আলা "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" জারী করে দিয়েছেন। অত:পর যখন ইমাম তাকবীর বলে সিজদা করে তোমরাও তাকবীর বলে সিজদা কর। ইমাম তোমাদের পূর্বে সিজদা করবে এবং তোমাদের পূর্বে মাথা উঠাবে। এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের এ কর্ম ইমামের অনুরূপ ও অনুযায়ী হবে এবং যখন ইমাম বৈঠকে বসে যাবে, তখন তোমরা সকলে এ বাক্যবলী "اَلتَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ" পড়বে।[৩২]

---

[৩২] ১. মুসলিম : আস্-সহীহ, কিতাবুস সালাত, باب: التشهد في الصلاة ১/৩০৩, ৩০৪, হাদীস : ৪০৪

২. ইবনু হিব্বান : আস সহীহ, ৫/৫৪১, হাদীস : ২১৬৭

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

٣٣- عَنْ قَتَادَةَ ﷺ (مِنَ الزِّيَادَةِ) : وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوْا. (وَفِي حَدِيْثِ) أَبِي هُرَيْرَةَ : وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوْا. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَقَالَ : هُوَ عِنْدِيْ صَحِيْحٌ

৩৩. হযরত কাতাদাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনায় এ শব্দমালা অতিরিক্ত রয়েছে যে, যখন ইমাম কেরাত পড়বে, তখন তোমরা নীরব থাকবে। এবং হযরত আবূ হুরায়রা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর বর্ণিত হাদিসেও এ শব্দাবলী রয়েছে, যখন ইমাম কেরাত পাঠ করে, তখন তোমরা চুপ থাক।[৩৩]

٣٤- عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَرَاءَ الْإِمَامِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَ مَالِكٌ

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

৩৪. হযরত আবূ নু'আঈম ওয়াহাব বিন কায়সান বর্ণনা করেন, তিনি হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ্ রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুকে বলতে শুনেছেন যে, যে ব্যক্তি নামাযের কোন রাকাত আদায় করে এবং তাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করে না, বলা চলে সে নামাযই পড়ল না। কিন্তু যখন সে ইমামের পিছনে নামায আদায় করে তা ব্যতীত।[৩৪]

---

৩. দারমী : আস্-সুনান, ১/৩৬৩, হাদীস : ১৩৫৮

[৩৩] ১. মুসলিম : আস্-সহীহ, কিতাবুস সালাত, باب: التشهد في الصلاة ১/৩০৪, হাদীস : ৪০৪

২. বায়হাকী : আস-সুনানুল কুবরা, ২/১৫৫, হাদীস : ২৭০৯

[৩৪] ১. তিরমিযী : আস্-সুনান, কিতাবুস সালাত, باب:ماجاء في ترك القراءة...الخ ১/৩৪৬-৩৪৭, হাদীস : ৩১২, ৩১৩

২. মালেক : আল-মুআত্তা, কিতাবুস সালাত, باب: ماجاء في القرآن ১/৮৪, হাদীস : ১৮৭

৩. আব্দুর রাজ্জাক : আল-মুসান্নাফ, ২/১২১, হাদীস : ২৭৪৫

৪. ইবনে আবু শায়বাহ : আল-মুসান্নাফ, ১/৩১৭, হাদীস : ৩৬২১

৫. বায়হাকী : আস-সুনানুল কুবরা, ২/১৬০, হাদীস : ২৭২৫

৬. তহাবী : শরহু মা'নিল আছার, ১/২৮২, হাদীস : ১২৬৫

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

٣٥- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَرَأَ خَلْفَهُ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ أَيُّكُمْ قَرَأَ قَالُوا رَجُلٌ قَالَ قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩৫. হযরত ইমরান বিন হুসাইন রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন যে, হুযূর নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের নামায পড়ালেন। এক ব্যক্তি উপস্থিত হল এবং তাঁর পিছনে "سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى" তিলাওয়াত করল। যখন তিনি নামায শেষ করলেন, তখন ইরশাদ করলেন, তোমাদের মধ্যে কে কেরাত পড়েছিলে? সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন; এক ব্যক্তি। তিনি বললেন, আমি জেনেছিলাম যে, তোমাদের মধ্যে কেউ আমার সাথে বিবাদ করছ।[৩৫]

٣٦- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﷺ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ فَلَمَّا انْفَتَلَ قَالَ أَيُّكُمْ قَرَأَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا، فَقَالَ : عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩৬. হযরত ইমরান বিন হুসাইন রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত যে, হুযূর নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নিয়ে জোহরের নামায পড়ালেন। আর যখন নামায হতে পৃথক হলেন, তখন বললেন, তোমাদের মধ্যে কে "سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى" পাঠ করেছ? জনৈক ব্যক্তি বলল, আমি। তখন তিনি ইরশাদ করলেন, আমি জ্ঞাত হয়েছিলাম যে, তোমাদের কেউ আমার সাথে ঝগড়া করছ।[৩৬]

٣٧- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ هَلْ قَرَأَ مَعِي أَحَدٌ مِنْكُمْ آنِفًا فَقَالَ رَجُلٌ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ إِنِّي أَقُولُ مَالِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ قَالَ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ

---

[৩৫] আবু দাউদ : আস-সুনান, কিতাবুস সালাত, باب من رأى القراءة إذا لم يجهر ১/২১৯, হাদীস : ৮২৮

[৩৬] আবু দাউদ : আস-সুনান, কিতাবুস সালাত, باب من رأى القراءة إذا لم يجهر ১/২১৯, হাদীস : ৮২৯

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

فِيمَا جَهَرَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الصَّلَوَاتِ بِالْقِرَاءَةِ حِينَ سَمِعُوا ذٰلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَ النَّسَائِيُّ

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

৩৭. হযরত আবূ হুরায়রা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক জাহ্‌রী (উচ্চস্বরে কেরাত পঠিত) নামায হতে অবসর হয়ে বললেন, তোমাদের কি কেউ আমার সাথে কেরাত পড়েছিলে? এক ব্যক্তি আরয করল, হে আল্লাহর রাসূল! জী, হ্যাঁ। তিনি ইরশাদ করলেন, আমিও বলতে ছিলাম. কি ঘটল যে, আমাদের সাথে বিবাদ বাধানো হচ্ছে। বর্ণনাকারী বলেন, একথা শুনার পর সাহাবায়ে কিরাম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুম রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জাহ্‌রী (উচ্চস্বরে কেরাত পঠিত) নামাযসমুহে কেরাত পড়া থেকে বিরত থাকত। ইমাম তিরমিযী বলেন, উক্ত হাদিসটি হাসান পর্যায়ের।[৩৭]

٣٨- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا. رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَة

৩৮. হযরত আবূ হুরায়রা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ইমাম এজন্যই বানানো হয় যে, যেন তার ইক্তিদা (অনুকরণ) করা যায়। সুতরাং যখন সে আল্লহ আকবর বলে, তখন তোমরাও আল্লাহু আকবর বল। আর যখন কেরাত পড়ে, তখন নীরব থাক।[৩৮]

[৩৭] ১. তিরমিযী : আস্ সুনান, কিতাবুস্ সালাত, باب ماجاء فى ترك القراءة خلف الإمام ১/৩৪৪-৪৫, হাদীস: ৩১২
২. আবু দাউদ : আস-সুনান, কিতাবুস সালাত, باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب ১/৩১৩, হাদীস : ৮২৬
৩. নাসায়ী : আস্-সুনান, কিতাবুল ইফতেতাহ, باب فى ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر ২/১০৩, হাদীস: ৯১৯
৪. ইবনে মাজাহ : আস্-সুনান, কিতাবু ইকামাতিস্ সালাতে, باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا ১/৪৫৯, হাদীস: ৮৪৮
৫. মালেক : আল-মুআত্তা, কিতাবুস সালাত, باب فى ترك القراءة خلف الإمام ১/৮৬, হাদীস : ১৯৩
৬. আহমদ বিন হাম্বল : আল মুসনাদ, ২/২৪০, ২৮৪, ২৮৫, ৩০১, ৪৮৭
৭. তহাবী : শরহু মা'নিল আছার, ১/২৮০, ২৮১, হাদীস : ১২৫৫

[৩৮] ১. ইবনে মাজাহ : আস্-সুনান, কিতাবু ইকামাতিস্ সালাতে, باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا ১/৪৫৮, হাদীস : ৮৪৬
২. আবু দাউদ : আস-সুনান, কিতাবুস সালাত, باب الإمام يصلي من قعود ১/২৩৭, হাদীস : ৬০৪

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

٣٩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

৩৯ হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, হুযূর নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান, ইমাম এ কারণে নির্ধারণ করা হয় যে, যাতে তার আজ্ঞা পূর্ণাঙ্গভাবে পালন করা যায়। তাই যখন সে তাকবীর বলবে, তখন তোমরাও তাকবীর বল। যখন সে কেরাত পড়ে, তখন তোমরা চুপ থাক। এবং যখন সে "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" বলে, তখন তোমরা " اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ " বল।[৩৯]

٤٠- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ هَلْ قَرَأَ مَعِي أَحَدٌ مِنْكُمْ آنِفًا قَالَ رَجُلٌ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ قَالَ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْقِرَاءَةِ مِنَ الصَّلَاةِ حِينَ سَمِعُوا ذٰلِكَ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

৪০. হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন যে, হুযূর নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন এক নামায হতে ফারেগ হলেন যাতে তিনি উচ্চস্বরে কেরাত পড়েছিলেন। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি কি আমার সাথে কুরআন পাঠ করেছিলেন? এক ব্যক্তি বলল, জী, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি পড়েছিলাম। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করলেন, এজন্যই তো আমি বলেছিলাম কি হল যে, এক ব্যক্তি কুরআন পাঠে আমার সাথে বিতর্ক করছে। যখন লোকেরা

৩. নাসায়ী : আস্-সুনানুল কুবরা, ১/৩২০, হাদীস : ৯৯৩
৪. আহমদ বিন হাম্বল : আল মুসনাদ, ২/৩৭৬, ৪২০
৫. ইবনে আবু শায়বাহ : আল-মুসান্নাফ, ১/৩৩১, হাদীস : ৩৭৯৯, ২/১১৫, হাদীস : ৭১৩৭
৬. তহাবী : শরহু মা'নিল আছার, ১/২৮১, হাদীস : ১২৫৭

[৩৯] নাসায়ী : আস্-সুনান, কিতাবুল ইফতেতাহ, باب تأويل قوله تعالي وإذا قرئ القرآن ২/১৪১, হাদীস: ৯২১

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

একথা শুনল, তখন যে নামাযে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উচুঁ আওয়াজে কেরাত পড়তেন, কেউ তাঁর পিছনে কেরাত পড়তো না।[৪০]

٤١ – عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﷺ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ فَقَرَأَ رَجُلٌ خَلْفَهُ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى فَلَمَّا صَلَّى قَالَ مَنْ قَرَأَ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى قَالَ رَجُلٌ أَنَا قَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ قَدْ خَالَجَنِيهَا. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

৪১. হযরত ইমরান বিন হুসাইন রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত যে, নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের নামায পড়াচ্ছিলেন। তখন জনৈক ব্যক্তি তাঁর পেছনে "سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى" পাঠ করল। তখন তিনি নামায সম্পন্ন করে জিজ্ঞাসা করলেন, এ সূরা "سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى" কে পড়েছিল? এক ব্যক্তি বললো, আমি। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করলেন, আমার এমন মনে হল, যেন কোন ব্যক্তি আমার সাথে কুরআন তিলাওয়াতে ঝগড়া করছে।[৪১]

٤٢ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا وَإِذَا قَالَ ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ فَقُولُوا آمِينَ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعِينَ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

৪২. হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এ লক্ষ্যে ইমাম নির্ধারণ করা হয় যে, তার অনুকরণ করা হবে। অতএব যখন সে "اَللهُ اَكْبَرُ" বলে তোমরাও "اَللهُ اَكْبَرُ" বল। যখন সে কেরাত পাঠ করে, তখন

---

[৪০] নাসায়ী : আস্-সুনান, কিতাবুল ইফতেতাহ, باب القراءة أم القرآن...الخ ২/১৪০, হাদীস: ৯১৯

[৪১] ১. নাসায়ী : আস্-সুনান, কিতাবুল ইফতেতাহ, باب ترك القراءة خلف الإمام...الخ ২/১৪১, হাদীস: ৯১৭
২. তহাবী : শরহু মা'নিল আছার, ১/২০৭

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তোমরা মৌনতা অবলম্বন কর। যখন সে "وَلَا الضَّالِّيْنَ" বলে, তোমরা "اٰمِيْنَ" বল। যখন সে "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" বলে, তোমরা "اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ" বল। যখন সে সিজদা করে, তোমরাও সিজদা কর। এবং যখন সে বসে নামায পড়ে, তোমরাও সকলে বসে নামায পড়।[৪২]

٤٣ – عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنْصِتُوا فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ ذِكْرِ أَحَدِكُمُ التَّشَهُّدُ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

৪৩. হযরত আবূ মূসা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, যখন ইমাম কেরাত পড়ে, তখন তোমরা নীরব থাকো এবং যখন সে কা'দা বা বৈঠকে থাকে, তোমরা প্রথমে আত্তাহিয়্যাত পাঠ কর।[৪৩]

٤٤ – عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ﷺ كَانَ إِذَا سُئِلَ هَلْ يَقْرَأُ أَحَدٌ خَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ خَلْفَ الْإِمَامِ فَحَسْبُهُ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيَقْرَأْ قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ لَا يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ. رَوَاهُ مَالِكٌ

৪৪. হযরত নাফে' রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন যে, হযরত আবদুল্লাহ্ বিন ওমর রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুকে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো যে, কোন মুক্তাদী কি ইমামের পশ্চাতে কেরাত পাঠ করবে? তিনি উত্তরে বললেন, যখন তোমাদের কেউ ইমামের পেছনে নামায পড়বে, তখন ইমামের কেরাতই তার জন্য যথেষ্ট এবং যখন একা নামায পড়বে, তখন কেরাত পাঠ করবে। নাফে রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, হযরত আবদুল্লাহ্ বিন ওমর ইমামের পশ্চাতে কেরাত পড়তেন না।[৪৪]

---

[৪২] ইবনে মাজাহ : আস্-সুনান, কিতাবু ইকামাতিস্ সালাতে, باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا ১/২৭৬, হাদীস : ৮৪৬

[৪৩] ইবনে মাজাহ : আস্-সুনান, কিতাবু ইকামাতিস্ সালাতে, باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا ১/২৭৬, হাদীস : ৮৪৭

[৪৪] ১. মালেক : আল-মুআত্তা, কিতাবুন নেদা বিস্সালাত, باب القراءة خلف الإمام...الخ ১/৮৬, হাদীস : ১৯২
২. তহাবী : শরহু মা'নিল আছার, ১/২৮৪, হাদীস : ১২৮৩

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

٤٥ – عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ قَالَ : عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ وَإِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنْصِتُوا. رَوَاهُ أَحْمَدُ

৪৫. হযরত আবূ মুসা আশ'আরী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত যে, হুযূর নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে (নামায) শিক্ষা দিতে গিয়ে ইরশাদ করেন, যখন তোমরা নামাযের জন্য দন্ডায়মান হও, তখন তোমাদের কেউ ইমামতি করবে আর যখন ইমাম কেরাত পাঠ করবে, তোমরা নিশ্চুপ থাকবে।[৪৫]

٤٦ – عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ ﷺ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ.

قَالَ : وَأَخْبَرَنِي أَشْيَاخُنَا أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ ،

قَالَ : وَأَخْبَرَنِي مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوا يَنْهَوْنَ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ

৪৬. হযরত যায়িদ বিন আসলাম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমামের পিছনে কেরাত পাঠ করতে নিষেধ করেছেন এবং আমাদের মাশায়েখগণ আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, হযরত আলী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, ঐ ব্যক্তির নামায হবে না, যে ইমামের পেছনে কেরাত পড়ে এবং মূসা বিন ওক্‌বা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু আমাকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত আবূ বকল, ওমর ও হযরত ওসমান রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুম ইমামের পিছনে কেরাত পড়তে বারণ করতেন।[৪৬]

[৪৫] আহ্‌মদ বিন হাম্বল : আল মুসনাদ, ৪/৪১৫
[৪৬] ১. আব্দুর রাজ্জাক : আল-মুসান্নাফ, ২/১৩৯, হাদীস : ২৮১০
২. ইমাম মুহাম্মদ : আল-মুআত্তা, باب: القراءة فى الصلوة خلف الإمام ১/৯৮

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

٤٧ – عَنْ أَبِي وَائِلٍ ﷺ قَالَ : سَأَلَ عَبْدُ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ : أَنْصِتْ فَإِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا سَيَكْفِيْكَ ذَاكَ الْإِمَامُ. رَوَاهُ الْإِمَامُ مُحَمَّدٌ فِي الْمُوَطَّأ

৪৭. হযরত আবূ ওয়ায়িল রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত যে, হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুকে ইমামের পিছনে কেরাত প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তিনি বলেছিলেন, চুপ থাকো, কেননা এটা অনর্থক ব্যস্ততা। অথচ তোমাকে ইমাম তা(কেরাত) পরিপূর্ণ করে দিচ্ছে।[৪৭]

٤٨ – عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ ﷺ : أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ كَانَ لَا يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ فِيْهِ وَفِيمَا يُخَافِتُ فِيْهِ. رَوَاهُ الْإِمَامُ مُحَمَّدٌ فِي الْمُوَطَّأ

৪৮. হযরত আলকামা বিন কায়স রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু জাহরী বা প্রকাশ্য (যাতে আওয়াজ সহকারে কেরাত পড়া হয়) এবং সিররী বা গোপনীয় (যাতে কেরাত আস্তে পড়া হয়) উভয় প্রকার নামাযে ইমামের পিছনে কেরাত পাঠ করতেন না।[৪৮]

٤٩ – أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ اَلْفَرَّاءُ الْمَدَنِيُّ أَخْبَرَنِي بَعْضُ وَلَدِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ ذَكَرَ لَهُ أَنَّ سَعْدًا قَالَ : وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي فِيْهِ جَمْرَةٌ. رَوَاهُ الْإِمَامُ مُحَمَّدٌ فِي الْمُوَطَّأ

৪৯. দাউদ বিন কায়স ফাররা মাদানী বলেন, আমাকে হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর সন্তানদের কেউ সংবাদ দিয়েছেন যে, হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বলতেন, আমি এটা পছন্দ করি যে, ইমামের পিছনে কেরাত পাঠকারীর মুখে জলন্ত কয়লা হোক।[৪৯]

[৪৭] ১. ইমাম মুহাম্মদ : আল-মুআত্তা, باب: القراءة فى الصلوة خلف الإمام ১/৯৬
২. তহাবী : শরহু মা'নিল আছার, ১/২৮৪, হাদীস : ১২৭৩
[৪৮] ইমাম মুহাম্মদ : আল-মুআত্তা, باب: القراءة فى الصلوة خلف الإمام ১/৯৬
[৪৯] ইমাম মুহাম্মদ : আল-মুআত্তা, باب: القراءة فى الصلوة خلف الإمام ১/৯৮

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

٥٠– عَنْ عَبْدِ اللهِ أَبِي لَيْلَي : أَنَّ عَلِيًّا ﷺ كَانَ يَنْهَي عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ . رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ

৫০. আবদুল্লাহ্ বিন আবি লায়লা বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু ইমামের পশ্চাতে কেরাত পড়তে নিষেধ করেছেন ।[৫০]

٥١– عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ قَالَ : قَالَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ﷺ : وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِيْ يَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ فِي فِيْهِ حَجَرٌ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ

৫১. মুহাম্মদ বিন 'উজলান হতে বর্ণিত, হযরত ওমর বিন খাত্তাব রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু ইরশাদ করেন. আমার এ ইচ্ছা ছিলো যে, যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে কেরাত পড়ে, তার মুখে পাথর দেয়া হোক ।[৫১]

٥٢– عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : قُلْتُ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ : أَقْرَأُ وَالإِمَامُ بَيْنَ يَدَيَّ؟ قَالَ : لاَ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ

৫২. হযরত আবূ হামযা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুমাকে জিজ্ঞেস করলাম, আমি কি কেরাত পড়ব, যখন ইমাম আমার সামনে থাকে? তিনি বললেন, না ।[৫২]

[৫০] আব্দুর রাজ্জাক : আল-মুসান্নাফ, ২/১৩৮, হাদীস : ২৮০৫
[৫১] আব্দুর রাজ্জাক : আল-মুসান্নাফ, ২/১৩৮, হাদীস : ২৮০৬
[৫২] তহাবী : শরহু মা'নিল আছার, ১/২৮৪, হাদীস : ১২৮২

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

فَصْلٌ فِي عَدَمِ الْجَهْرِ بِالتَّأْمِيْنِ

উচ্চস্বরে 'আমীন' না বলার বর্ণনা

٥٣– عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ ﴾ فَقُولُوا آمِينَ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৩. হযরত আবূ হুরায়রা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, হুযুর নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন ইমাম " غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ " বলে, তোমরা "آمِينَ" বল। কেননা, যার বলা ফিরিশতার উচ্চারণের অনুযায়ী ও একসাথে হয়ে গেছে তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে ।[৫৩]

٥٤– عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا يَقُولُ لَا تُبَادِرُوا الْإِمَامَ إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَالَ ﴿ وَلَا الضَّالِّيْنَ ﴾ فَقُولُوا آمِينَ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৪. হযরত আবূ হুরায়রা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের শিক্ষা দিচ্ছিলেন যে, ইমামের অগ্রগামী হয়ো না। যখন ইমাম তাকবীর বলে তোমরাও তাকবীর বলো এবং যখন সে "وَلَا الضَّالِّيْنَ" বলে, তোমরা "آمِينَ" বল। যখন সে রুকূ

[৫৩] ১. বুখারী : আস্-সহীহ, কিতাবু সিফাতুস্ সালাত, باب: جهر المأموم بالتأمين ১/২৭১, হাদীস : ৭৪৯
২. মুসলিম : আস-সহীহ, কিতাবুস সালাত, باب التسميع والتحميد والتأمين ১/৩০৭, হাদীস : ৪১০
৩. আবু দাউদ : আস-সুনান, কিতাবুস সালাত, باب : التأمين وراء الإمام ১/৩৫৪, হাদীস : ৯৩৫
৪. নাসায়ী : আস্-সুনান, কিতাবুল ইফতেতাহ, باب: جهر الإمام بآمين ২/১০৫, হাদীস : ৯২৭, ৯২৯
৫. ইবনু হিব্বান : আস্-সহীহ, ৫/১০৬, হাদীস : ১৮০৪
৬. হাকেম : আল-মুসতাদরক, ১/৩৪০, হাদীস : ৭৯৭

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

করে, তোমরাও রুকূ কর। আর যখন "سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" বলে, তখন তোমরা "اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ" বল।[৫৪]

٥٥– عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا قَالَ الْقَارِئُ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فَقَالَ مَنْ خَلْفَهُ آمِينَ فَوَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ أَهْلِ السَّمَاءِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

৫৫. হযরত আবূ হুরায়রা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, যখন ইমাম "غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ" বলে, তখন মুক্তাদীগণ "آمِينَ" বলবে। যখন আমীন উচ্চারণকারীদের শব্দ আকাশবাসী তথা ফেরেশদাতের উচ্চারণের অনুরূপ হয়ে যাবে, তখন নামাযীর পূর্বেকৃত সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।[৫৫]

٥٦– عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : إِذَا قَالَ الْإِمَامُ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فَقُولُوا آمِينَ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُولُ آمِينَ وَإِنَّ الْإِمَامَ يَقُولُ آمِينَ فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

৫৬. হযরত আবূ হুরায়রা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, হুযূর নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন ইমাম "غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ" বলে, তখন তোমরা "آمِينَ" বল। আর যার

[৫৪] ১. মুসলিম : আস-সহীহ, কিতাবুস সালাত, باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير ১/৩১০, হাদীস : ৪১৫
২. ইবনু খুযাইমা : আস্-সহীহ, ৩/৩৪, হাদীস : ১৫৭৬
৩. বায়হাকী : আস-সুনানুল কুবরা, ২/৯২, হাদীস : ২৪২৪

[৫৫] ১. মুসলিম : আস-সহীহ, কিতাবুস সালাত, باب التسميع والتحميد والتأمين ১/৩০৭, হাদীস : ৪১০
২. আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ, ২/৪৪৯, হাদীস : ৯৮০৩
৩. আবু আওয়ানা, আল-মুসনাদ, ২/৪৫৬, হাদীস : ১৬৮৯

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আমীন বলা ফেরেশতার আমীন বলার সাথে মিলে যাবে তার অতীতের গুনাহ মার্জনা করে দেয়া হবে।[৫৬]

٥٧– عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : إِذَا قَالَ الْإِمَامُ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فَقُولُوا آمِينَ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

৫৭. হযরত আবূ হুরায়রা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, হুযূর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন ইমাম "غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ" বলে, তখন তোমরা "آمِينَ" বল। কেননা, যে ব্যক্তির আমীন বলা ফিরিশতার আমীন বলার অনুযায়ী হবে, তার পূর্বের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।[৫৭]

٥٨– عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فَقَالَ آمِينَ وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ.

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَ الْحَاكِمُ

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

৫৮. হযরত ওয়ায়িল বিন হুজ্‌র রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে "غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ" পড়তে শুনলাম। আর এরপর তিনি বললেন, "آمِينَ" এবং আমীন বলার আওয়াজ নীচু করলেন।[৫৮]

[৫৬] নাসায়ী : আস্-সুনান, কিতাবুল ইফতেতাহ, باب: جهر الإمام بآمين ১/১৪৪, হাদীস : ৯২৭

[৫৭] নাসায়ী : আস্-সুনান, কিতাবুল ইফতেতাহ, باب: الأمر بالتأمين خلف الإمام ২/১৪৪, হাদীস : ৯২৯

[৫৮] ১. তিরমিযী : আস্ সুনান, কিতাবুস্ সালাত, باب ماجاء في التأمين ১/২৮৯, হাদীস: ২৪৮
২. আহমদ বিন হাম্বল : আল মুসনাদ, ৪/৩১৬
৩. হাকেম : আল-মুসতাদরক, ২/২৫৩, হাদীস : ২৯১৩
৪. তায়ালিসী : আল-মুসনাদ, ১/১৩৮, হাদীস : ১০২৪

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

٥٩– عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ لا يَجْهَرَانِ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَلا بِالتَّعَوُّذِ، وَلا بِآمِينَ. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ

৫৯. হযরত আবূ ওয়ায়িল রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী ও হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুমা তাসমিয়া "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ" তা'আউয "اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ" এবং তামীন "آمِيْن" উচুঁ আওয়াজে বলতেন না।[৫৯]

٦٠– عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : خَمْسٌ يُخْفِيْنَ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ ! وَبِحَمْدِكَ ، وَالتَّعَوُّذُ ، وَبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، وَآمِيْنُ ، وَاللّٰهُمَّ ! رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ

৬০. হযরত ইবরাহীম নাখয়ী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, পাঁচটি জিনিস নিম্নস্বরে পড়তে হবে, সানা "سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ", তা'আউয "اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ", তাসমিয়া "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ", তামীন "آمِيْن" এবং তাহমীদ "اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ"।[৬০]

٦١– عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ : كَانَ عُمَرُ وَ عَلِيٌّ لا يَجْهَرَانِ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَلا بِالتَّعَوُّذِ، وَلا بِالتَّأْمِينَ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ

৬১. হযরত আবূ ওয়ায়িল রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন যে, হযরত ওমর ও হযরত আলী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুমা তাসমিয়া "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ", তা'আউয "اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ" এবং তামীন "آمِيْن" উচ্চস্বরে বলতেন না।[৬১]

[৫৯] ১. তাবরানী : আল-মু'জামুল কবির, ৯/২৬৩, হাদীস : ৯৩০৪
২. হাইছমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ২/১০৮
[৬০] আব্দুর রাজ্জাক : আল-মুসান্নাফ, ২/৮৭, হাদীস : ২৫৯৭
[৬১] ত্বহাবী : শরহু মা'নিল আছার, ১/২৬৩, হাদীস : ১১৭৩

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

٦٢– عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : أَرْبَعٌ يُخْفِيْنَ عَنِ الإِمَامِ : اَلتَّعَوُّذُ ، وَبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، وَآمِيْنُ ، وَاللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ. رَوَاهُ الهِنْدِيُّ

৬২. হযরত ইবরাহীম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন, হযরত ওমর রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, চারটি জিনিস ইমামের পেছনে নিম্নস্বরে বলতে হবে- তা'আউয "اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ" তাসমিয়া "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ", তামীন "آمِيْن" এবং তাহমীদ "اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ"।[৬২]

[৬২] হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ৮/২৭৪, হাদীস : ২২৮৯৪

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

প্রমাণপঞ্জী

১. আল-কুরআনুল হাকীম

২. ইবনে আবি শায়বাহ : আবু বকর আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহিম ইবনে উসমান কুফী (১৫৯-২৩৫ হি./৭৭৬-৮৪৯ ইং), **আল-মুসান্নাফ** : রিয়াদ, সৌদি আরব, মাকতাবাতুর রুশদ, ১৪০৯ হি. ।

৩. ইবনে জারূদ : আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ বিন আলী বিন জারূদ নিসাপুরী (৩০৭ হি.) **আল-মুনতাকা মিনাস্ সুনানিল মুসনাদা**, বৈরুত, লেবানন, মুআসসিসাতুল কিতাব আস্ সাকাফিয়া, ১৪১৮ হি./১৯৮৮ ইং ।

৪. ইবনে জা'আদ : আবুল হাসান আলী বিন জা'আদ বিন উবাইদ হাশেমী (১৩৩-২৩০ হি./৭৫০-৮৪৫ ইং) **আল-মুসনাদ** : বৈরুত, লেবাননম মুআসসিসা নাদের, ১৪১০ হি./১৯৯০ ইং ।

৫. ইবনুল যাওজী : আবুল ফরজ আবদুর রহমান ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে উবাইদুল্লাহ (৫১০-৫৭৯ হি./১১১৬-১২০১ ইং), **যাদুল মসির ফি ইলমিত তাফসীর** : বৈরুত, লেবানন, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৪ হি. ।

৬. ইবনুল যাওজী : আবুল ফরজ আবদুর রহমান ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে উবাইদুল্লাহ (৫১০-৫৭৯ হি./১১১৬-১২০১ ইং), **সিফাতুস সাফওয়া**, বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪০৯ হি./১৯৮৯ ইং ।

৭. ইবনুল যাওজী : আবুল ফরজ আবদুর রহমান ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে উবাইদুল্লাহ (৫১০-৫৭৯ হি./১১১৬-১২০১ ইং), **আল-মুনতাযিম ফি তারিখিল মুলুক ওয়াল ওমাম** : বৈরুত, লেবানন, দারে সাদের, ১৩৫৮ হি. ।

www.AmarIslam.com

৮. ইবনুল যাওজী : আবুল ফরজ আবদুর রহমান ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে উবাইদুল্লাহ (৫১০-৫৭৯ হি./১১১৬-১২০১ইং), **আল-ওয়াফা বিআহওয়ালিল মুস্তাফা** : বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪০৭ হি./১৯৮৮ ইং ।

৯. ইবনে হিব্বান : আবু হাতেম মুহাম্মদ ইবনে হিব্বান ইবনে আহমাদ ইবনে হিব্বান (২৭০-৩৫৪ হি./৮৮৪-৯৬৫ ইং), **আস-সহীহ** : বৈরুত, লেবানন, মুআসসিসাতুর রিসালা, ১৪১৪ হি./১৯৯৩ ইং ।

১০. ইবনে কুদামা : আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ বিন আহমদ আল-মুকাদ্দেসী (৬২০ হি.) **আল-মুগনী ফিফিকহীল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল আশ্ শায়বানী**: বৈরুত, লেবানন, দারুল ফিকর, ১৪০৫ হি. ।

১১. ইবনে মাজাহ : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযিদ কাযইবনী (২০৯-২৭৩ হি./৮২৪-৮৮৭ ইং), **আস-সুনান** : বৈরুত, লেবানন,দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ ইং ।

১২. আবু দাউদ : সুলাইমান ইবনে আস-সাজিসতানী (২০২-২৭৫ হি./৮১৭-৮৮৯ ইং), **আস-সুনান** : বৈরুত, লেবানন, দারুল ফিকর, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ ইং ।

১৩. আবু আওয়ানা : ইয়াকুব বিন ইসহাক বিন ইবরাহিম বিন যাইদ নিসাপুরী (২৩০-৩১৬ হি./৮৪৫-৯২৮ ইং) **আল-মুসনাদ** : বৈরুত, লেবানন, দারুল মা'রিফা, ১৯৯৮ ইং ।

১৪. আবু ইয়ালা : আহমাদ ইবনে আলী ইবনে মুসান্ন ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে ঈসা ইবনে হেলাল মুসিলী, তামিমী (২১০-৩০৭ হি./৮২৫-৯১৯ ইং), **আল-মুসনাদ** : দামিস্ক, সিরিয়া, দারুল মামুন লিত তুরাস, ১৪০৪ হি./১৯৮৪ ইং ।

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

১৫. আহমদ ইবনে হাম্বল : আবু আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (১৬৪-২৪১ হি./৭৮০-৮৫৫ খ্রি.), **ফাযায়িলুস সাহাবা**, বৈরুত, লেবানন, মুআস্‌সিসাতুর রিসালা।

১৬. আহমদ ইবনে হাম্বল : আবু আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (১৬৪-২৪১ হি./৭৮০-৮৫৫ ইং), **আল-মুসনাদ** : বৈরুত, লেবানন, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৩৯৮ হি./১৯৭৮ ইং।

১৭. বুখারী : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহিম ইবনে মুগীরা (১৯৪-২৫৬ হি./৮১০-৮৭০ ইং), **আল-জামিউস সহীহ** : বৈরুত, লেবানন, দামিস্ক, সিরিয়া, দারুল কলম, ১৪০১ হি./১৯৮১ ইং।

১৮. বুখারী : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহিম ইবনে মুগীরা (১৯৪-২৫৬ হি./৮১০-৮৭০ ইং), **খলকু আফয়ালিল ইবাদ** : রিয়াদ, সৌদি আরব, দারুল মা'রিফ সৌদিয়া, ১৩৯৮ হি./১৯৭৮ ইং।

১৯. বাযযার : আবু বকর আহমাদ ইবনে আমর ইবনে আবদুল খালেক বসরী (২১০-২৯২ হি./৮২৫-৯০৫ ইং), **আল-মুসনাদ**, বৈরুত, লেবানন, ১৪০৯ হি.।

২০. বায়হাকী : আবু বকর আহমাদ ইবনে হোসাইন ইবনে আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মূসা (৩৮৪-৪৫৮ হি./৯৯৪-১০৬৬ ইং), **আস-সুনানুস সুগরা** : মদিনা মুনাওয়ারা, সৌদি আরব, মাকতাবাতুদ দার, ১৪১০ হি./১৯৮৯ ইং।

২১. বায়হাকী : আবু বকর আহমাদ ইবনে হোসাইন ইবনে আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মূসা (৩৮৪-৪৫৮ হি./৯৯৪-১০৬৬ ইং), **আস-সুনানুল কুবরা** : মক্কা, সৌদি আরব, মাকতাবা দারুল বায, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ ইং।

২২. বায়হাকী : আবু বকর আহমাদ ইবনে হোসাইন ইবনে আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মূসা (৩৮৪-৪৫৮ হি./৯৯৪-১০৬৬ ইং), **আস-সুনানুল কুবরা** :

www.AmarIslam.com

মদিনা মুনাওয়ারা, সৌদি আরব, মাকতাবাতুদ দার, ১৪১০ হি./১৯৮৯ ইং।

২৩. তিরমিযী : আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে সওরাহ ইবনে মূসা ইবনে দাহহাক সালামী (২১০-২৭৯ হি./৮২৫-৮৯২ ইং), **আল-জামেউস সহীহ** : বৈরুত, লেবানন, দারুল গুরাবুল ইসলামী, ১৯৯৮ ইং।

২৪. হারেস : হারেস ইবনে আবু উসামা (১৮৬-২৮২ হি.) **বুগয়াতুল বাহেস আন যওয়ায়িদি মুসনদিল হারেস** : মদিনা, সৌদি আরব, মারকজু খেদমাতিস্ সুন্নাহ ওয়াস্ সিরাতিন নববিয়া, ১৪১৩ হি./১৯৯২ ইং।

২৫. হাকেম : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (৩২১-৪০৫ হি./৯৩৩-১০১৪ ইং), **আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন** : বৈরুত, লেবানন-দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪১১ হি./১৯৯০ ইং।

২৬. হাকেম : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (৩২১-৪০৫ হি./৯৩৩-১০১৪ ইং), **আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন** : মক্কা, সৌদি আরব, দারুল বায লিন নাশার ওয়াত তওযি।

২৭. হিন্দি : আলা উদ্দিন আলী মুত্তাকী ইবনে হেসামুদ্দিন (৯৭৫ হি.), **কানযুল উম্মাল ফি সুনানিল আফআলে ওয়াল আকওয়াল**, বৈরুত, লেবানন, মুআসসিসাতুর রিসালা, ১৩৯৯ হি./১৯৭৯ ইং।

২৮. হাসকফী : সদরুদ্দীন আবু মূসা বিন যাকারিয়া (৬৫০ হি.) **মুসনদুল ইমাম আবু হানিফা** : করাচী, পাকিস্তান, মীর মুহাম্মদ কুতুব খানা।

২৯. খওয়ারযমী : আবুল মুআব্বিদ মুহাম্মদ বিন মাহমুদ আল-খওয়ারযমী (৫৯৩-৬৬৫ হি.) **জামিউল মাসানিদ** : বৈরুত, লেবানন।

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৩০.দারমী	: আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান (১৮১-২৫৫ হি./৭৯৭-৮৬৯ খ্রি.), **আস-সুনান**, বৈরুত, লেবানন, দারুল কিতাবুল আরবী, ১৪০৭ হি.।
৩১.দারু কুতনী	: আবুল হাসান আলী বিন ওমর বিন আহমদ বিন মাহদী বিন মাসউদ বিন নোমান (৩০৬-৩৮৫ হি./৯১৮-৯৯৫ ইং) **আস্ সুনান** : বৈরুত, লেবানন, দারুল মা'রিফা, ১৩৮৬ হি./১৯৬৬ ইং।
৩২.শাফী	: আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইদরীস বিন আব্বাস বিন উসমান বিন শাফে' কুরাশী (১৫০-২০৪ হি./৭৬৭-৮১৯ ইং) **আল-মুসনাদ** : বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া।
৩৩.শাফী	: আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইদরীস বিন আব্বাস বিন উসমান বিন শাফে' কুরাশী (১৫০-২০৪ হি./৭৬৭-৮১৯ ইং) **আস্ সুনানুল মা'ছুরা** : বৈরুত, লেবানন, দারুল মা'রিফা, ১৪০৬ হি.।
৩৪.শায়বানী	: মুহাম্মদ বিন হাসান (১৩২-১৮৯ হি.) আল-মুআত্তা : করাচী, পাকিস্তান, মীর মুহাম্মদ কুতুব খানা।
৩৫.তাহের কাদেরী	: ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরী, **ইরফানুল কোরআন** : লাহোর, পাকিস্তান, মিনহাজুল কোরআন পাবলিকেশন্স।
৩৬.তাবরানী	: সুলাইমান ইবনে আহমাদ (২৬০-৩৬০ হি./৮৭৩-৯৭১ ইং), **মুসনাদুস শামিয়ীন** : বৈরুত, লেবানন, মুআসসিসাতুর রিসালা, ১৪০৫ হি./১৯৮৪ ইং।
৩৭.তাবরানী	: সুলাইমান ইবনে আহমাদ (২৬০-৩৬০ হি./৮৭৩-৯৭১ ইং), **আল-মু'জামুল আওসাত** : রিয়াদ, সৌদি আরব, মাকতাবাতুল মা'রিফ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ ইং।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৩৮.তাবরানী	: সুলাইমান ইবনে আহমাদ (২৬০-৩৬০ হি./৮৭৩-৯৭১ ইং), **আল-মু'জামুল কবির** : মুসিল, ইরাক, মাতবাআতুয যাহরা আল-হাদিছা।
৩৯.তাহাবী	: আবু জাফর আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সালামাহ ইবনে সালমা ইবনে আবদুল মালিক ইবনে সালমা (২২৯-৩২১ হি./৮৫৩-৯৩৩ খ্রি.), **শরহু মা'আনিল আসার**, বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৩৯৯ ইং।
৪০.তায়ালিসী	: আবু দাউদ সুলাইমান ইবনে দাউদ জারুদ (১৩৩-২০৪ হি./৭৫১-৮১৯ ইং), **আল-মুসনাদ** : বৈরুত, লেবানন, দারুল মা'রিফ।
৪১.আবদু ইবনে হুমাইদ	: আবু মুহাম্মদ ইবনে নসর আল-কসি (২৪৯ হি./৮৬৩ ইং.), **আল-মুসনাদ**, কায়রো, মিসর, মাকতাবাতুস সুন্নাহ, ১৪০৮ হি./১৯৮৮ ইং।
৪২.আবদুর রাজ্জাক	: আবু বকর ইবনে হুমাম ইবনে নাফে' সুনআনি (১২৬-২১১ হি./৭৪৪-৮২৬ ইং), **আল-মুসান্নাফ** : বৈরুত, লেবানন, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৩ হি.।
৪৩.মালেক	: মালেক ইবনে আনাস ইবনে মালকস ইবনে আবু আমের ইবনে আমর ইবনে হারেছ ইসবাহী (৯৩-১৭৯ হি./৭১২-৭৯৫ ইং), **আল-মুআত্তা** : বৈরুত, লেবানন, দারু ইহয়ায়ি আত-তুরাসিল আরাবি, ১৪০৬ হি./১৯৮৫ ইং।
৪৪.মুসলিম	: মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল-কুশাইরি (২০৬-২৬১ হি./৭২১-৮৭৫ ইং), **আস-সহীহ** : বৈরুত, লেবানন, দারু ইহয়ায়ি আত-তুরাসিল আরাবি।
৪৫.নাসায়ী	: আহমাদ ইবনে শুয়াইব (২১৫-৩০৩ হি./৮৩০-৯১৫ ইং.), **আস-সুনান**, হালব, সিরিয়া, মাকতাবাতুল মাতবুআতুল ইসলামিয়া, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ ইং।
৪৬.নাসায়ী	: আহমাদ ইবনে শুয়াইব (২১৫-৩০৩ হি./৮৩০-৯১৫ ইং.), **আস-সুনানুল কুবরা**, বৈরুত,

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, ১৪১১ হি./১৯৯১ ইং।

৪৭.হাইসমী : নূরুদ্দিন আবুল হাসান আলী ইবনে আবু বকর ইবনে সুলাইমান (৭৩৫-৮০৭ হি./১৩৩৫-১৪০৫ ইং.), **মাযমাউজ জাওয়ায়িদ**, কায়রো, মিসর, দারুর রায়আন লিত তুরাছ + বৈরুত, লেবানন, দারুল কিতাবিল আরবী, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ ইং।

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

লেখক পরিচিতি

বর্তমান যুগের প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহের আলকাদেরী পাকিস্তানের জং শহরে ১৯৫১ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি থেকে এম.এ পরীক্ষায় প্রথম স্থানে পাস করে নতুন এক রেকর্ড স্থাপন করেছেন। তিনি এই সুবাদে গোল্ড মেডেল অর্জন করেন। উল্লেখযোগ্য নাম্বার পেয়ে তিনি একই ইউনিভার্সিটি থেকে এল.এল.বি পাস করেন । ১৯৮৬ সালে পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি তাঁকে 'ইসলামে শাস্তি : এর প্রকার ও দর্শন' শীর্ষক বিষয়ের ওপর ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করেছে।

তিনি মুসলিম বিশ্বের মহান রূহানী ব্যক্তিত্ব , ওলীদের আদর্শ পুরুষ সাইয়িদুনা তাহের আলাউদ্দীন আল-কাদেরী আল-বাগদাদী (রহ) এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছেন। তাঁর কাছ থেকে তরীকত ও তাসাউফ-এর দীক্ষা ও ফায়য় অর্জন করেছেন। হযরতের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকগণের মধ্যে রয়েছেন স্বয়ং তাঁর পিতা ড. ফরীদুদ্দীন কাদেরী, মাওলানা আবদুর রশীদ রেজভী, মাওলানা জিয়াউদ্দীন মাদানী,মাওলানা আহমদ সাঈদ কাজেমী, ড. বোরহান আহমদ ফারুকী এবং শাইখ মুহাম্মদ ইবনে আলূনী আল-মালেকী আল-মক্কী রহ. এর মতো প্রখ্যাত আলেমগণ।

তিনি পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত পুরো পাকিস্তানব্যাপী 'উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতায়' প্রথম হয়ে 'কায়েদে আ'জম গোল্ড মেডেল' অর্জন করেছেন। এ ছাড়াও তিনি অর্জন করেছেন আরো অনেকগুলি গোল্ড মডেল। তিনি পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির এল.এল.বি বিভাগের শিক্ষক ছিলেন। এ ছাড়াও পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির সেন্ট,সিন্ডিকেট ও একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি একই সঙ্গে পাকিস্তান শরয়ী আদালতের ফিকহ উপদেষ্টা,পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের উপদেষ্টা,ইসলামি পাঠ্যক্রম জাতীয় কমিটির দক্ষ সদস্য,আ'লা তাহরীক মিনহাজুল কুরআনের প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক,পাকিস্তান আওয়ামী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান সভাপতি, আন্তর্জাতিক ইসলামি সম্মলনের সহসভাপতি,আন্তর্জাতিক ইসলামি একতা সংঘের সেক্রেটারী জেনারেল,পাকিস্তান জাতীয় সংসদের সাবেক সদস্য এবং উনিশটি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দলবিশিষ্ট সংগঠন 'পাকিস্তান আওয়ামী ইত্তেহাদ' এর সভাপতি। তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন আধুনিক ও প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রখ্যাত বিদ্যাপিঠ 'মিনহাজুল কুরআন ইউনিভার্সিটি ,লাহোর'।

উর্দু,আরবি ও ইংরেজী ভাষায় এ পর্যন্ত তিন'শর ওপরে তাঁর রচিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ইতিমধ্যে তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদিত হয়েছে। বিচিত্র বিষয়ে রচিত তাঁর আটশতাধিক গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রকাশের পথে রয়েছে।

মানবকল্যানের কারণে তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক, চিন্তানৈতিক ও সামাজিক খেদমতকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। নিম্নে আমরা তার কিছু নমুনা পেশ করছি :

১. গবেষণা, রচনা এবং মানবকল্যাণের লক্ষ্যে আত্যন্তিক প্রচেষ্টার জন্য দ্বিতীয় মিলিনিয়ামের শেষ প্রান্তে পৃথিবীর পাঁচশত প্রভাবশালী প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২. 'আমেরিকান বায়ুগ্রাফিকেল ইনিস্টিটিউট' (ABI)-এর পক্ষ থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমাজের অসাধারণ সেবার স্বীকৃতিস্বরূপ International Whos who of Contemporary Achievement 'সমকালীন আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব পুরস্কার'-এর পঞ্চম এডিশনে ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরীর ওপর একটি অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়ছে।

৩. 'আমেরিকান বায়ুগ্রাফিকেল ইনিস্টিটিউট' (ABI)-এর পক্ষ থেকে পৃথিবীর সবচে' বড় বেসরকারি শিক্ষাপ্রকল্প বাস্তবায়ন, দুইশ গ্রন্থের লেখক হওয়া , পাঁচ হাজারের অধিক বিষয়ের ওপর বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ও সংগঠনে বক্তৃতা উপস্থাপন করা , 'মিনহাজুল কুরআন আন্দোলন'এর প্রতিষ্ঠাতা এবং 'দি মিনহাজ ইউনিভার্সিটির' চ্যান্সেলর হওয়ার সুবাদে The International Cultural Diploma of Honour আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক ডিপ্লোমা অব অনার্স- উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে।

৪. ইংল্যান্ডের ইন্টারনেশনাল বায়ুগ্রোফিক্যাল সেন্টার অব কেম্ব্রিজ- (IBC) এর পক্ষ থেকে শিক্ষা ও সমাজের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী কৃতিত্বের স্বাক্ষর স্থাপনের সুবাদে তাকে The International Man of the Year 1998-99 '১৯৯৮-৯৯ সালের আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

৫. বিংশ শতাব্দিতে জ্ঞানের ক্ষেত্রে অসাধারণ সেবা করার জন্য তাকে Leading Intellectual of the World 'বিশ্বের মহান বুদ্ধিজীবি ব্যক্তিত্ব- এর উপাধি প্রদান করা হয়েছে।

৬. শিক্ষার অগ্রগতির ক্ষেত্রে তার অদ্বিতীয় খেদমতের জন্য International Who is Who -পক্ষ থেকে Individual Achievement Award 'অনন্য ব্যক্তিত্ব পুরস্কার' প্রদান করা হয়েছে।

৭. নজীরবিহীন গবেষণার কারণে (ABI) এর পক্ষ থেকে Key of Success 'সফলতার চাবিকাঠি'র সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে।

৮. বিংশ শতাব্দির International Who is Who এর পক্ষ থেকে Certificate of Recognition 'যোগ্যতার স্বীকৃতি সনদ' প্রদান করা হয়েছে।

সন্দেহাতীতভাবে শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরী একজন ব্যক্তি মাত্র নন; বরং তিনি মুসলিম উম্মার জন্য একটি নতুন যুগের প্রতিষ্ঠাতা এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের যোগ্য প্রতিনিধি।

সনজরী পাবলিকেশন

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com